NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

২ মমতা-অভিষেক ব্যানার্জিকে পাবলিক তাড়া করবে: অর্জুন সিং

পুলিশের পরবর্তী মহা নির্দেশক নিয়োগে প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতা ২

কলকাতা ৭ জানুয়ারি ২০২৬ ২২ পৌষ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২০৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 7.01.2026, Vol.19, Issue No. 204, 8 Pages, Price 3.00

পদ্মাপারে এবার খুন ব্যবসায়ী

ঢাকা, ৬ জানুয়ারি: এ বার এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল বাংলাদেশে। ঘটনাটি ঘটেছে নরসিংদী জেলার পলাশ থানা এলাকায়। নিহতের নাম শরৎমণি চক্রবর্তী। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, সোমবার রাতে একদল দুষ্কৃতী চড়াও হয় শরতের উপরে। ছুরি দিয়ে কোপানো হয় তাঁকে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সোমবার রাতের ওই ঘটনা প্রসঙ্গে পলাশ থানার ওসি শাহেদ আল মামুম জানান, মৃতের দেহ নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, পিছন দিক থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে শরতকে। পলাশ থানার ওসি বলেন, 'হত্যার কারণ জানতে তদন্ত চলছে। আশা করছি দ্রুত তদন্ত শেষ হবে।'

নরসিংদীর চরসিন্দুর বাজার এলাকায় একটি মুদি দোকান ছিল শরতের। স্থানীয় সময় অনুসারে, সোমবার রাত ৯টা নাগাদ তাঁর উপরে চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী। তাদের হাতে ছিল ধারালো অস্ত্র। তা নিয়েই চরসিন্দুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় শরতের উপরে অতর্কিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ছুরির কোপে গুরুতর জখম হন ওই যুবক। পরে স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয় শরতের।

কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক যুবককে হত্যা করে একদল জনতা। পিটিয়ে হত্যা করে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শরীয়তপুরেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর পরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় খোকন দাস নামে আর এক যুবকের গায়ে। তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বাংলাদেশের যশোরে এক সাংবাদিককে প্রকাশ্যে গুলি করে এবং গলা কেটে খুনের অভিযোগ উঠেছে। এক বিধবা মহিলাক গণধর্ষণেরও অভিযোগ উঠে এসেছে ঝিনাইদহে। শুধু তা-ই নয়, মহিলাকে গাছে বেঁধে চুল কেটে নির্যাতনেরও অভিযোগ উঠেছে। এ বার নরসিংদীতেও এক যুবককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কমিশনের অ্যাপ বানিয়েছে বিজেপির আইটি সেল, বিস্ফোরক দাবি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজেই ফের একবার এসআইআর প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ ভুলভাল হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর আরও অভিযোগ যে, বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে অ্যাপ বানিয়েছে কমিশন। বিষয়টিকে 'অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক' বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'ভুলভাল করছে কমিশন। জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং অ্যাপ করেছে বিজেপির আইটি সেলকে দিয়ে। এগুলো অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক।'

ইতিমধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ তুলে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে তৃতীয় বার চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার গঙ্গাসাগর থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূল। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের হয়ে তিনিও সওয়াল করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমরাও আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আমরাও আদালতে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যে ভাবে হেনস্থা করছে, তার বিরুদ্ধে আদালতে যাব।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রয়োজন পড়লে নিজেও অনুমতি চাইব। দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে প্লিড করব। মানুষের হয়ে কথা বলব। আমি আইনজীবী। কিন্তু আইনজীবী হয়ে যাব না। সাধারণ নাগরিক হিসাবে যাব। আমি আমার কথা বলতেই পারি। কথা বলার অনুমতি নেব। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব, তৃণমূল স্তরে কী চলছে, কী ভাবে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'হিয়ারিংয়ের নামে মানুষের হেনস্তা করা হচ্ছে। ৫৪ লক্ষ টাকা নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের অধিকার ছিল ৭ নম্বর, ৮ নম্বর ফর্ম ফিলআপ করার।' কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, হোয়াটসঅ্যাপে নির্বাচন কমিশন চলছে বলেও তোপ দাগেন। এই ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন প্রশাসনিক প্রধান। প্রয়োজনে তিনি সওয়ালে অংশ নেবেন বলেও জানান।

যোগী রাজ্যে প্রথমেই বাদ ২.৮৯ কোটি

লখনউ, ৬ জানুয়ারি: তিন দফায় সময়সীমা বাড়ানোর পরে অবশেষে উত্তরপ্রদেশে এসআইআর-পর্বের প্রথম ধাপের শেষে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল। এনুমারেশন ফর্ম জমা ও যাচাই পর্বের পরে যোগীরাজ্যে খসড়া তালিকায় নাম বাদ গিয়েছে প্রায় ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ভোটারের নাম। যা, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পাঁচ গুণ!

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকায় উত্তরপ্রদেশে ভোটার তালিকায় ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ভোটারের নাম ছিল। এনুমারেশন-পর্ব শেষে প্রকাশিত খসড়া তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ ভোটারের নাম। অর্থাৎ, বাদ পড়েছে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ। যা কিনা দেশের বৃহত্তম রাজ্যটির মোট ভোটারের তুলনায় ১৮.৭০ শতাংশ।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রভনীত রিনওয়া জানিয়েছেন, যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁদের মধ্যে ৪৬ লক্ষ ২৩ হাজার মৃত ভোটার রয়েছেন। এ ছাড়া, দু'জায়গায় নাম রয়েছে এমন ভোটার (ডুপ্লিকেট) ২৫ লক্ষ ৪৭ হাজার, স্থানান্তরিত ও অনুপস্থিত ভোটার ২ কোটি ১৭ লক্ষ। এঁদের নামও খসড়া তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, খসড়া তালিকায় নাম রয়েছে এমন ১ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটারকে নথি দেখানোর জন্য শুনানিপর্বে হাজির হতে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। ৬ মার্চ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

হিসাব বলছে, যোগীরাজ্যে আনকালেক্টেড ফর্মের সংখ্যা ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ভোটার। অর্থাৎ এই সংখ্যার ভোটার বাদ যাবেনই। পরে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে। এর মধ্যে ২ কোটি ১৭ লক্ষ ভোটার স্থানান্তরিত, ৪৬ লক্ষ ভোটার মৃত, ২৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ভোটার একাধিক জায়গায় নাম রেজিস্টার করে রেখেছিলেন। এই বিপুল সংখ্যক ভোটার যে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার সংখ্যাটা সেইসব এলাকায় বেশি যেগুলি তথাকথিত বিজেপির গড় হিসাবে পরিচিত। এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ার নিরিখে সবচেয়ে বেশি ভোটার বাদ পড়তে পারে লখনউয়ে (৩০ শতাংশ)। এরপর আছে গাজিয়াবাদ, কানপুর, গৌতম বুদ্ধ নগর, মেরঠ, প্রয়াগরাজ, আগ্রা। এই সবকটি জেলা বিজেপির দুর্গ হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে যে সব জেলায় মুসলিম ভোটার ৪০ শতাংশের বেশি সেগুলিতে নাম বাদের পরিমাণ অনেক কম। মোরাদাবাদ, রামপুর, সাহারানপুর, মুজফফরপুর, বিজনৌরের মতো জেলায় ভোটারের নাম বাদ পড়ার সংখ্যাটা ১৫-১৮ শতাংশের মধ্যে।

বিজেপির একটি সূত্রের খবর, বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে আঁচ পেয়ে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আগেই ঘনিষ্ঠমহলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর আশঙ্কা ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটে তাঁকে হারাতে সচেষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ এক প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

'আমি যুদ্ধবন্দি', আদালতে দাবি মাদুরোর

ওয়াশিংটন, ৬ জানুয়ারি: মাত্র দু'ঘণ্টার অভিযানে শোয়ার ঘর থেকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বন্দি করেছিল আমেরিকা। রাখা হয় নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত ব্রুকলিন জেলে। সোমবার নিউ ইয়র্কের আদালতে হাজির করানো হয় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে। সেখানে নিজেকে 'যুদ্ধবন্দি' হিসেবে পরিচয় দেন তিনি। যা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট, একজন যুদ্ধবন্দি।' তাঁর এহেন মন্তব্যকে 'কৌশলী' বলে মনে করা হচ্ছে। মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক পাচার, মাদত-সন্ত্রাস, ষড়যন্ত্রের মতো অভিযোগ এনেছে ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু তিনি চাইছেন বিষয়টাকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। নিজেকে যুদ্ধবন্দি ঘোষণা করে তাঁর গ্রেপ্তারিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করছেন মার্কিন সেনার হাতে 'অপহরণ' হিসেবে।

ওয়াকিবহাল মনে করছে নিজেকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে আখ্যায়িত করে মাদুরো তাঁর মিত্র ও প্রতিপক্ষ উভয়কেই এই বার্তা দিচ্ছেন যে, তাঁর গ্রেপ্তারকে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে দেখা উচিত। এই দাবি মার্কিন আদালতে ধোপে না টিকলেও হলেও, তা বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং আইনি চ্যালেঞ্জের জন্ম দিতেই পারে। তাই সেচেষ্টা করে যাচ্ছেন মাদুরো।

দু'দিন আগে গভীর রাতে মাদুরোকে অপহরণ করে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলায় মাত্র দু'ঘণ্টার অভিযানে প্রেসিডেন্টের বাসভবন তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হয়। মাদুরোকে বন্দি করার পর আমেরিকা জানিয়েছিল, নিউ ইয়র্কের আদালতে তাঁর বিচার হবে। সেই মতোই সোমবার বন্দি প্রেসিডেন্টকে ওই আদালতে হাজির করানো হয়েছে। আর সেখানেই 'কৌশলী' পদক্ষেপ মাদুরোর। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিকে, একাধিক সংবাদসংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, সোমবার রাত থেকেই নিকোলাস মাদুরোর বাসভবনের কাছে গুলি চলার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে কী কারণে, এমন ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের সরকারি প্রাসাদের কাছে গোলাগুলি হয় সোমবার রাত থেকেই। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে ড্রোনও! শনিবার রাতে ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়া আমেরিকার অবশ্য দাবি, তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রোড্রিগেস সোমবারই সে দেশের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন। তার পরেই প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের কাছে গুলি চলা এবং ড্রোন ওড়ার ঘটনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

'ভুয়ো জবকার্ডের রাজত্ব শেষ হবে'

■ মঙ্গলবার সল্টলেকের বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনকে কেন্দ্র করে তীব্র বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ভিভিজি রামজি, অর্থাৎ 'বিকশিত ভারত কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিশ্চয়তা মিশন গ্রামীণ আইন' নিয়ে তিনি সরকারের অবস্থান এবং কেন্দ্রের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, এই আইন কেবল প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং স্বাধীনতার পর ভারতীয় গ্রাম সমাজের জন্য এক বড় আদর্শের বাস্তব রূপ। তাঁর কথায়, 'এটা মহাত্মা গান্ধির স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ, শেষ মানুষটাকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হয়, এই আইন সেই দর্শনের প্রয়োগ।'

'নিশানা করা হচ্ছে বাংলার মানুষকেই'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রামপুরহাটের জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার ওড়ার অনুমতি দেয়নি ডিজিসিএ। এনিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় তৃণমূলের তরফে। নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা দেরিতে রামপুরহাটে সভায় পৌঁছন অভিষেক। আর সেখানে পৌঁছে তিলাই ময়দানের জনসভায় এনিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অভিষেক।

বলেন, 'নির্বাচন শুরু হয়নি, দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। এসআইআরের মধ্যে দিয়ে সবে ভোটের দামামা বেজেছে। তার আগে থেকে বাংলা বিরোধী জমিদারদের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। আমার হেলিকপ্টার সকাল ১১টায় ওড়ার অনুমতি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেয়নি। আমারও ১০ গুণ জেদ। আমি মাঝে ভেবেছিলাম, গাড়িতে আসব। ৫ ঘণ্টার রাস্তা। আমি বুদ্ধি খাটিয়ে পাশের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বলে তাঁর কপ্টার আনালাম। তারপর তাতে চড়ে এলাম। তাই ২ ঘণ্টা দেরি হলো। কিন্তু জেদ থেকে সরিনি। বলেছিলাম, যত দেরি হোক, যাবই। ধমকানি, চমকানি, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত দিয়ে আটকানো যাবে না। মাথা নত করব না।'

মঙ্গলবার রামপুরহাটের সভা থেকে ফের একবার কমিশনকে তোপ দেগেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে ভোটারদের ওপর আঘাত করা হচ্ছে, বাংলার মানুষকেই নিশানায় নেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, 'আমি আসার পর জানতে পেরেছি, আমাদের দেশের জন্য বিশ্বব্যাপী সুনাম এনে দেওয়া নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনকেও শুনানি নোটিস দেওয়া হয়েছে। অভিনেতা দেব এবং বিশ্বকাপজয়ী পেসার মহম্মদ শামিকেও নির্বাচন কমিশন নোটিস পাঠিয়েছে।' অভিষেকের মন্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, বিজেপি-ইসি জোটের লক্ষ্য কেবল রাজনৈতিক দমন নয়, বরং বাংলার সাধারণ মানুষ ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ওপর সাসপেন্স তৈরি করা।

নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে অভিষেক 'প্রহসনমূলক' আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেন, 'এসআইআর-এর অজুহাতে জনগণকে ভীত করার চেষ্টা হচ্ছে।' প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, এবং রাজনৈতিক মহল এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করছে। মঙ্গলবার বীরভূমের রামপুরহাটের সভায় অভিষেক জানান, অমর্ত্যকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'হায় রে পোড়া কপাল! আসতে আসতে শুনছিলাম, অমর্ত্য সেনকে নোটিস পাঠিয়েছে। ভারতের জন্য নোবেল পুরস্কার জিতে এনেছেন। দেশের নাম বিশ্বসভায় বিশ্ববন্দিত করেছেন।

যাঁকে দেখে এ দেশকে মানুষ চেনেন, যাঁর হাত ধরে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁকে এসআইআরের নোটিস পাঠিয়েছে।'

তার পরেই কমিশনের সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে, অমর্ত্যের পূরণ করা এসআইআর ফর্মে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি (তথ্যগত ভুল) রয়েছে। তাঁকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হয়নি। কমিশনের সূত্র বলছে, অমর্ত্যের পূরণ করা এসআইআর ফর্মে কোনও তথ্যগত ভুল রয়েছে। কোনও নামের বানানে ভুল থাকতে পারে। কমিশনের চোখে তা পড়েছে। বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) তাঁর বাড়িতে গিয়ে সেই ভুল সংশোধন করে নিয়ে আসবেন। অমর্ত্য যা বলবেন, সেই অনুযায়ী তথ্য সংশোধন করে দেওয়া হবে। এমনটাই বলছে কমিশনের সূত্র।

সুনালি-পুত্রের নামকরণ

■ মঙ্গলবার রামপুরহাটের হাসপাতালে সুনালিকে দেখতে যান অভিষেক। দেখে বেরিয়ে অভিষেক বলেন, 'সুনালির থেকে শুনেছি, কী ভাবে ওদের হ্যারাস করা হয়েছে। একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে। শুধু শারীরিক অত্যাচার নয়, মানসিক অত্যাচারও। রাতের পর রাত জঙ্গলে কাটিয়েছে। এই অবস্থায় নদী পেরিয়েছে। সবই বলেছে। ঢাকায় পৌঁছোয়। পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেখানে জেলে মাসের পর মাস কাটিয়েছে। তাঁর স্বামী দানিশ এখনও বাংলাদেশে। যে কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছে, তা কষ্টের। বাচ্চাটাও অত্যাচার সয়েছে। এর মূল্য বিজেপিকে দিতে হবে। একটাই দোষ, বাংলায় কথা বলে। তাঁর বাবা-মায়ের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁকে কী ভাবে পাঠায় বাংলাদেশে?' অভিষেক বলেন, ''আমি প্রোটোকল মেনে ভিতরে গিয়েছি। টুপি, গাউন পরে। সুনালী, ওঁর মা আমায় অনুরোধ করেন, বাচ্চার নাম রাখার। যে ভাবে ওকে পর করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়, তাই ওর নাম রেখেছি 'আপন'। কয়েক মাস পরে আবার ওর বাড়ি যাব।"

এখনই থামছে না কলকাতার কাঁপুনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা যেন ভুলেই গিয়েছিল এমন কাঁপুনি। ভোরবেলা কম্বল ছেড়ে ওঠাটাই এখন বহু মানুষের কাছে যুদ্ধজয়ের সমান। বাইরে পা রাখলেই কাঁটা ধরা হাওয়া শরীর অবশ করে দিচ্ছে। শহরবাসীর স্পষ্ট মন্তব্য, 'কম্বল সরালেই কাঁপুনি'। শুধু বয়স্ক নন, সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছে সকালবেলার স্কুলপড়ুয়ারা। বড়দিনের ছুটি ফুরোতেই পরীক্ষার ভিড়ে কাঁপতে কাঁপতে পথে নামা তাঁদের দৈনন্দিন বাস্তবতা।

মঙ্গলবার শহরের পারদ নেমেছে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক নীচে। দিনের তাপমাত্রাও গড়ের তুলনায় তীব্র কম, ফলে দুপুরেও শীতের দাপট অটুট। উত্তর ভারতের পরিচিত দৃশ্য এবার পূর্বাঞ্চলেও অচেনা কাঁপুনি ডেকে এনেছে। পরিকাঠামোর বৈষম্য তাই চোখে আঙুল দিয়ে ধরা পড়ছে, অনেক সরকারি স্কুলেই জানলা-দরজা দিয়ে ঢুকে পড়া ঠান্ডা আটকানোই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

সরকার কি সাময়িক স্কুল-ছুটির পথে হাঁটবে? প্রশ্ন ঘুরছে শিক্ষাঙ্গনে। বিকাশ ভবনের বক্তব্য, নির্দেশ এখনো আসেনি, নজর নবান্নের সিদ্ধান্তে। এক প্রশাসনিক কর্তার সাফ কথা, 'শৈত্যপ্রবাহ সপ্তাহভর অব্যাহত, সংক্রান্তির আগে স্বস্তির ইঙ্গিত নেই।' জেলা ও গ্রামাঞ্চলে পারদ আরও ২-৩ ডিগ্রি কম, ফলে শিশুদের দুরবস্থা প্রকট।

অতীতে তাপপ্রবাহে যেমন গরমের ছুটি এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তেমনই প্রত্যাশা এখন ঠান্ডায় নাজেহাল অভিভাবকদের।

সরকারি স্কুলের সীমিত পরিকাঠামোর কথা ভেবেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত চাইছেন সবাই। নবান্নে বৈঠকের পর সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হবে, ততদিন শহরজুড়ে প্রশ্ন একটাই এই শীতের কামড় আর কত দূর?

আবহাওয়াবিদরাই বলছেন, ২০২৩ সালে ডিসেম্বর একবার ১১ নীচে নেমেছিল তাপমাত্রা, ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ছিল ১০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবার সেই রেকর্ডও ভেঙে ছিল। ১৯৬৫ সালে একবার কলকাতার তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রির ঘরে নেমে গিয়েছিল। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, কনকনে শীত আরও অন্তত ৪ দিন থাকবে।

শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বীরভূম, পূর্ব বর্ধমানে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। বীরভূমে, পূর্ব বর্ধমানে কমলা সতর্কতা জারি। বীরভূমে ৩ দিন, পূর্ব বর্ধমানে ২ দিন শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় 'শীতল দিন'-এর সতর্কতা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ৫-৬ ডিগ্রি নীচে থাকবে। ৪ দিন পর রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি বাড়তে পারে। বুধবার পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমানে। এখানে শৈত্যপ্রবাহ ও শীতল দিনের জোড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হলুদ সতর্কতা জারি শীতল দিন-এর সতর্কতা পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে। বৃহস্পতিবারের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, বীরভূম। এখানে শৈত্যপ্রবাহ ও শীতল দিনের জোড়া সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতিবার শীতল দিনের হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে।

রাজ্যের আবেদন খারিজ, দাড়িভিট তদন্তে এনআইএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দাড়িভিটকাণ্ডে তদন্ত করবে এনআইএ। উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটকাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চ এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল। সেই আবেদন খারিজ করল ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এনআইএ তদন্তের নির্দেশ নিয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না। রাজ্য যে আবেদন করেছিল তা খারিজ করা হল। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের দাড়িভিট হাই স্কুল। অবরোধ, লাঠিচার্জ, ইট-পাথর ছোড়া থেকে শুরু করে বোমা-গুলি চলে বলে অভিযোগ। ওই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণ নামে দুই প্রাক্তন ছাত্রের। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। প্রাক্তন দুই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তোলে তাঁদের পরিবার এবং স্থানীয়দের একাংশ। তাঁদের আন্দোলনে প্রায় দু'মাস বন্ধ ছিল দাড়িভিট স্কুল। ওই ঘটনায় ২০২৩ সালের ১০ মে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরে তদন্তভার নেয় ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৬০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Azizul Haque S/o. Ahidul Haque সাং বাড়োল প্রসাদপুর, মগড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম রেজিষ্টার-এ আমার সঠিক নাম Azizul Haque-এর পরিবর্তে Azijul Haque লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Azizul Haque ও Azijul Haque S/o. Ahidul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি বেবি শর্মা, বয়স প্রায় ৪৮ বছর, স্বামী মৃত বদরিনাথ শর্মার, গ্রাম- উত্তর জিয়াভা, ডাকঘর- উত্তর জিয়াভা, থানা-পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। আমার বাবা হলেন শিবাদরশ শর্মা। আমার আধার কার্ড নম্বর ৬৫৮৮ ৪৮০৩ ১৪৫৩ এবং প্যান কার্ড নম্বর KCRPS61800-এ ভুলবশত আমার বাবার নাম সেউতারা শর্মা এবং ডিজিটাল রেশন কার্ড নম্বর RKSY-I 1209371848-এ ভুলবশত আমার বাবার নাম সেউতোরা শর্মা লেখা আছে। আমি এই মর্মে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণি, তৃতীয় আদালত, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এর সামনে একটি হলফনামা (নম্বর-৯৬, তারিখ ০৩/০১/২০২৬) দাখিল করছি যে, আমার বাবা "শিবাদরশ শর্মা", "সেউতারা শর্মা" এবং "সেউতোরা শর্মা" একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Alim Bhandari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abul Kalam ও A. K. Bhandari উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Prem Kumar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dev Narayan Mala ও D. N. Kumar উভয়েই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৫৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Firoj Mondal S/o. Enat Ali Mondal সাং করিন্যা, পিন্ডিরা, বলাগড়, হুগলী-৭১২১৪৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেট, আধার কার্ড ও রেশন কার্ডে (Birth Regn. No. B/2024/0199955 dt. 05/02/2024), কন্যার সঠিক নাম Najifah Mondal-এর পরিবর্তে Najifah Parvin লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার কন্যা Najifah Mondal ও Najifah Parvin D/o. Firoj Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ ই জানুয়ারি। ২২ শে পৌষ। বুধবার। চতুর্থী যুক্ত পনঞ্চমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ। প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি Rajekul Islam, S/o. Alauddin Sk, R/o- Vill- Siara, P.O.- Megha Siara, Sagardighi, Dist- Murshidabad, আমার D.L. No WB5720040072155-এতে পিতার নাম Allauddin Sk, এবং Vill- Sihera আছে। গত ০৫-০১-২০২৬ জঙ্গীপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমার পিতা Alauddin Sk এবং Allauddin Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

CHANGE OF NAME

I, **ARNAB DEY SARKAR**, residing at 45/1, Government Quarter, 9. B.T. Road, P.O. & P.S.- Belghoria, North 24 Pgs-700056, declare vide affidavit sl. no. 116, dated 03.01.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate,1st Class at Barrackpore, that **ARNAB DEY SARKAR** and **ARNAB DEY SANKAR** is the same and one identical person.

I, Saiful Sk, S/O- Jinu Sk at Vill & PO- Debaipur, PS- Ranitala, Dist-Murshidabad. That Saiful Sk, S/O- Jinu Sk is my actual name recorded in my Aadhaar card. That my name recorded Saiful Sekh, S/O- Jinu Sekh in my Voter id and digital ration card my name recorded Salyad Ali, S/O- Jinu Sk and Voter list 2002 Sl no 372 my name recorded as Ali Sayad, S/O- Jinu Sk swearing affidavit before Notary public, Dt 05.01.26 Saiful Sk & Saiful Sekh & Saiyad Ali & Ali Sayad, S/O- Jinu Sk & Jinu Sekh is same and one identical person.

I **Ghosh Akash Gour** s/o Gour Ghosh Born on 12/09/1998 R/O Anjali Nivas, Gayespur, Baluhati, Howrah - 711405 , West Bengal. I have changed my name to **Akash Ghosh** for all future purpose by affidavit in the court of 1st class Judicial Magistrate Alipore court dated 08/12/2025.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি রবীন্দ্র নাথ গায়েন, পিতা- মহাদের গায়েন, সাং- কাশিমপুর, থানা- দত্তপুকুর, উত্তর 28 পরগনা, আমি 7/6/2023 সালে D.S.R-III অফিসে 7194 নং দলিল মূলে কাশিমপুর মৌজায় 10681 নং দাগে 648 নং খতিয়ান হইতে 2.47 শতক জমি ক্রয় করি, যাহাতে 19/12/2008 সালে D.S.R-II অফিসে 1602 নং আমমোক্তার দলিল উল্লেখ আছে। ইহাতে কারো কোনো, আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে বারাসাত B.L. & L.R.O-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সুমঙ্গল বসু, পিতা- ঁবিভূতি ভূষণ বসু, হাল সাকিম- ২৩এ/১, ঝাউবাগান রোড, দৈবক পাড়া, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬ তাহার নিজ অংশ এবং অধুনামৃত শ্রীমত্যা রেনুকা বসু, স্বামী- ঁচারু চন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বানী কর, স্বামী- ঁপ্রভাত করা, মহাশয়ার কন্যাগণ শ্রীমতী বন্দনা পাল, দেবীকা দত্ত, তনুশ্রী কর এবং শ্রীমতী স্বপ্না বসু এবং করবী বসু ও কৃষ্ণা বসু মহাশয়াগণের অংশ তাহাদিগের নিকট হইতে নিযুক্তীয় এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার হিসাবে জেলা- হুগলী, থানা-ধনিয়াখালির অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজাস্থিত জে.এল. নং. ৩০, এল.আর. সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ৩৯৭, ৪১৬, ৪৪৯, ৭৪৯, ৭৫১, ১০৬৮, ১০৭০, ১১৬১ এবং ১৭৮৮ নং দাগের সম্পত্তি সমূহ সম্পর্কে বিক্রয় করিবে বলিয়া জ্ঞাত করাইতেছে যে উপরিউল্লিখিত সম্পত্তি সমূহ সম্পর্কে বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রতারের দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলকে নিম্নলিখিত দূরাভাষ মারফৎ যোগাযোগ করিয়া ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন নচেৎ অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে বিক্রয় করিলে আমার উক্ত মক্কেল কোনরূপ দায়ীক বা দায়বদ্ধ রহিবে না।
আমার মক্কেলের দূরভাষ নং- ৮৬১৭২২০১৬২।

ধন্যবাদান্তে
অশোক কুমার ঘোষ
(উকিল বাবু)
জেলা জজ্ আদালত, হুগলী চুঁচুড়া
WB/675/87

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী শিখা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী- শ্রী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'সাং- 'সত্যপ্রকাশ সদন' ২৬ নং ডি.এন. সরকার লেন, উইলবাড়ী, সর্বমঙ্গলা পাড়া, থানা ও জেলা বর্ধমান পূর্বতন জমির মালিক গন শ্রীমত্যা মীরা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী গৌরী মুখার্জী শ্রীমতী অমলা চক্রবর্তী, শ্রীমতী সান্তনা ব্যানার্জ্জী, রমা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শিব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গনের দ্বারা নিযুক্ত শ্রী হর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ২০১১ সালে ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রী বর্ধমান অফিসে নিবন্ধীকৃত ০০০৬৪/২০১১ নং আমমোক্তার নামা বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। সেমতে আমার মক্কেল শ্রীমতী শিখা চ্যাটার্জ্জী শ্রীমত্যা মীরা চট্টোপাধ্যায় দীং মহাশয়াগণ এ.ডি.এস.আর. হাওড়া অফিসে ০৭৩৪৫/২০১১ সালে বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে কমবেশী ০২ কাঠা ১৪ ছটাক বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত ৫৩১ বর্গফুট একতল পাকা গৃহাদি খরিদ করিয়াছেন। সেমতে আমার মক্কেল উক্ত জমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে নাম খারিজ ও পত্তনের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে প্রমানাদি সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন, নচেৎ কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।
তপশীল পরিচয় ঃ জেলা- হাওড়া, থানা- বালী, মৌজা- বালী, জে.এল. নং ১৪, খতিয়ান নং ৪৭৪৪ ভুক্ত ৩৮১(পি) নং দাগের অন্দরে ০১ ছটাক ৩৭ বর্গফুট অবিভক্ত বাস্তু জমির অন্দরে ৩৭ বর্গফুট বাস্তু সম্পত্তি ও ঐ একহ খতিয়ানের ৩৮২(পি) নং দাগের অন্দরে ০৩ কাঠা ১৪ ছটাক ২৬ বর্গফুট জমি মায় তদুপরিস্থিত ৭৪০ বর্গফুট গৃহাদির অন্দরে অবিভক্ত ০২ কাঠা ১৩ ছটাক ০৮ বর্গফুট বাস্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত ৫৩১ বর্গফুট পরিমিত একতল পাকা গৃহাদি একুনে একটি খতিয়ানে ও দুইটি দাগে মোট ৪ কাঠা ১৮ বর্গফুট পরিমিত জমি ও তদুপরিস্থিত ৭৪০ বর্গফুট গৃহাদির অন্দরে অবিভক্ত ০২ কাঠা ১৪ ছটাক বাস্ত জমি মায় তদুপরিস্থিত ৫৩১ বর্গফুট একতল পাকা গৃহাদি মায় সাজপাট আকর আওলাতাদি যাহা দুর্গাপুর অভয়নগর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হইতেছে।

সঞ্জয় ঝা
এ্যাডভোকেট, সি.এম.এম.কোর্ট
২ ও ৩ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কল-১
মোঃ ৯০৮৮৮৪৩৯০২

শোকসংবাদ

পৃথ্বীরাজ চট্টোপাধ্যায়
(১৯৪৬-২০২৫)

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, আমাদের পরম পূজনীয় ও প্রিয় পৃথ্বীরাজ চট্টোপাধ্যায় গত ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে পরলোক গমন করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

৮ই জানুয়ারী, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, স্থান-চারুচন্দ্র ভবন, ৪নং পঙ্কজিনী চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩।

শোকার্ত-
চট্টোপাধ্যায় পরিবার,
সকল আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, পিতা- শ্রী ননী গোপাল বিশ্বাস, সাং- বহিরগাছি, পোঃ- হাটবহিরগাছি, থানা- ধানতলা, পিন- ৭৪১৫০১, পক্ষে বিগত ইং ১৫/০৬/২০২২ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট ২নং সাবরেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3727/22 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, পিতা- মৃত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং- বহিরগাছি, পূর্বপাড়া, পোঃ- হাটবহিরগাছি, থানা- ধানতলা, পিন- ৭৪১৫০১, মহাশয়, মৌজা- ৩৯ নং বহিরগাছি, খতিয়ান নং- R.S. ৩৬৪, L.R.S. ৬৩৩, ২০১৭, ২০৭২ ও ২১৫৮, দাগ নং- R.S. ৬৫৬, L.R. ১০১৯, মোট ০১.০৩১২ শতক জমি আমমোক্তারকৃত, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- II B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

প:ব: সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমরা ১) শ্রী সুবীর বিশ্বাস, পিতা- মৃত সুনীল বিশ্বাস, সাং+পো: বাহাদুরপুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া ২) শ্রী সুশান্ত দাস, পিতা- মৃত বৈদ্যনাথ দাস, সাং+পো: ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস. ১৭৩৬ এল.আর ২৮২২ দাগের ৬৬.৮২ শতক সম্পতি গত ইং ১৭/০১/২০২৩ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1891/2023 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক গুরুপদ পাল, পিতা- নকুলেশ্বর পাল, সাং- বকুলতলা, পো:- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে কালিকুমার রুজ, পিতা- মৃত অনিল কুমার রুজ, সাং- চাঁদসড়ক বৈষবপাড়া, পো:- কৃষ্ণনগর থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার ১৪/০৩/২০২৫ তারিখে A.D.S.R অফিসে I-2852/2024 নং দলিলে আর.এস. ১৭৩৬ এল.আর ২৮২২ দাগের ৩.৪০ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর- ১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি **শ্রী শ্রীদাম ভূমিজ** পিতা নোয়ারাম ভূমিজ, সাকিম বাঁধাগাছি (সিটি), গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, আমার নামীয় তপশীলি উপজাতি সম্পদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহার **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, ৪(চার) নং জে.এল. ভুক্ত, মিরডাঙ্গা মৌজায়, এল.আর. ২২০১ নং খতিয়ানে ও হাল এল.আর ১৪০৯ নং দাগে শালি জমি ১৪ শতক তন্মধ্যে ৪ (চার) কাঠা সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিব। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিপত্র সহ আমার সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় **(ফোন নং- ৯৭৩৩৩৬৯৭৮৩)** যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হইলে, তা পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না। অতঃপর আমি যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করিব।

ইতি- শ্রী শ্রীদাম ভূমিজ

PUBLIC NOTICE

This is to notify that my client Mrs. Radha Goel, wife of Late Satish Kumar Goel being the owner of **Plot No. 1333 in Block No. AA-IIB** being **Premises No. 16-0615 in Street No. 0615 (12 M. Wide), Category-HIGI-II,** situated in the New Town, Police Station New Town, District: North 24 - Parganas, presently in the Panchayat area falling within Mouza-Recjuani, J.L. No. 13 under Rajarhat Bishnupur-I G.P. which she intend to sell in favour of Rajesh Gupta, son of Jai Dayal Gupta and in this respect, if anyone has any claim over the said property please contact the undersigned within 7 days with evidence, after that no claim will be entertained in any manner.

Sd/-
Sumanta Tripathi
B.A. LLB. Advocate
High Court, Calcutta
Enroll No. WB/1066/2011
Mobile : 9830707665

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand, right, title or interest in respect of the mentioned property or any part thereof share, partition, sale mortgage, charge, lease, lien, liends, tenancy, gift, charge trust, easement, attachment, possession or encumbrance or otherwise howsoever or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to under signed within seven days from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULE

All that a piece of Sali land, in Mouza Danrpur, J.L.No. 64, relating to L.R. Dag No. 471, R .S. Dag No. 429, L.R. Khatian No. 259, total land of area 0.47 Satak, own area of land $23^{1}/_{2}$ Satak.
Intending purchasers are requested to contacted vide **mobile No. 6291733583.**

Golok Chandra Ghosh
Advocate
Chinsurah Judges' Court, Hooghly

PUBLIC NOTICE

Before the Hon'le rent controller of Krishnagar Sub Division, Krishnagar, Nadia Rent Central Case No. 14/D/ of 2022
Plaintiff: Subhasish Dutta
-Verses-
Defentant: Rajaditya Mukharjee, S/o- Late Amiyo Mukherjee of M.M. Ghosh Street, P.O.- Krishnagar, P.S.- Kotwali, Dist- Nadia, Pin-741101.
Notice is hereby given that, the above named plasistiff filed the above referred rent contrat case against above referred defendat. If the difendant refirred above is haring any objection then he may appear before this court on 21/1/26 at 12 noon. appear in person or through Ld. dvocate and the show caese / written objection above law would take its own course.

By order of the Court
Sheresadar
of Ld. Rent Controller of Krishnanagar
(Sub- Division Krishnagar, Nadia

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

ঢ়্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

রাজ্য পুলিশের পরবর্তী মহানির্দেশক নিয়োগে প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের পরবর্তী মহা নির্দেশক নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতা তীব্র আকার ধারণ করেছে। পরবর্তী মহা নির্দেশকের নাম প্রস্তাব করে রাজ্য সরকারের পাঠানো প্যানেল এমপ্যানেলমেন্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল, তা ফেরত পাঠিয়েছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পাশাপাশি ইউপিএসসি তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে পাঠানো চিঠিতে ডিজি পদে রাজীব কুমারের নিয়োগ নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, এই চিঠির পর ফলে শুধু নতুন ডিজিপি নিয়োগ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে তাই নয়, বর্তমান ডিজিপি রাজীব কুমারকে বেছে নেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াই নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়েছে।

ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে, ডিজি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব ও নথিতে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা ও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্ধারিত গাইডলাইন ঠিক ভাবে মানা হয়েছে কি না, সেই বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যকে নতুন করে প্রস্তাব পাঠানোর ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটেই দিল্লির সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালের সাম্প্রতিক নির্দেশও সামনে এসেছে। গত ষোলো ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল স্পষ্ট জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ডিজি পদ শূন্য হয় ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর। পদ্ধতি মেনে ইউ পি এস সির এমপ্যানেলমেন্ট কমিটির কাছে রাজ্যের প্রস্তাব পাঠানোর কথা ছিল অন্তত তার তিন মাস আগে। কিন্তু তার করা হয়নি। ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণে বলেছে, প্রশাসনিক দেরির কারণে কোনও যোগ্য অফিসারের ডিজি পদে বিবেচিত হওয়ার অধিকার খর্ব করা যায় না। বিশেষ করে যাঁদের অবসর আসন্ন, তাঁদের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি বলেও মন্তব্য করেছে ট্রাইব্যুনাল। এই কারণেই ইউপিএসসিকে অ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত দ্রুত নিয়ে এমপ্যানেলমেন্ট প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের তরফে যে দশ জন আইপিএস অফিসারের নাম পাঠানো হয়েছিল, সেই তালিকা এবং প্যানেল গঠনের সময়সীমা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ইউপিএসসির গাইডলাইন অনুযায়ী, শূন্যপদ তৈরি হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে সম্পূর্ণ প্রস্তাব পাঠানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই সময়সীমা মানা হয়েছে কি না, তা নিয়েও কেন্দ্রীয় স্তরে আপত্তি উঠেছে।

সব মিলিয়ে, ডিজি নিয়োগ নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের টানাপোড়েন নতুন মাত্রা পেল বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা। একদিকে সিএটির নির্দেশ, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্যানেল ফেরত পাঠানো, এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রাজ্য প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এখন দেখার, রাজ্য সরকার কী ভাবে নতুন করে প্রস্তাব পাঠায় এবং সেই প্রক্রিয়ায় বর্তমান ডিজিপি রাজীব কুমারের অবস্থান ঠিক কোন দিকে যায়।

মমতা-অভিষেক ব্যানার্জিকে পাবলিক তাড়া করবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার বিকেলে নামখানায় রাস্তা উদ্বোধনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরাকে। জনতার তাড়া খেয়ে তাঁকে কনভয় ছেড়ে বাইকে ফিরতে হয়েছিল।

মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, শুধু বঙ্কিম হাজরা কেন, মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জিকে পাবলিকের তাড়া খেয়ে পালাতে হবে। আলিপুরদুয়ারে গিয়ে অভিষেক ব্যানার্জি চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি ২৫০ টাকা বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করার আশ্বাস দিচ্ছেন। শ্রমিক নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, উত্তরবঙ্গের চা বাগান পরিদর্শন মানে অভিষেক ব্যানার্জি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হাতে চা বাগান তুলে দেবেন। আর সেই চা বাগানের জমিতে রিসোর্ট গড়ে উঠবে।

পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, বাম জমানায় ২০০৮ সাল থেকে শুরু করে ২০১১ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীদের জনতার তাড়া খেতে হয়েছিল। খুব শীঘ্রই বাংলায় তেমন পরিস্থিতি ফিরে আসবে। সওকত মোল্লা, কাইজার এবং শেখ শাহাজাহানের শাকরেদ-দের পাবলিক গণধোলাই দেবে। তাঁর কথায়, শাসকদলের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তৃণমূলের শেষের সময়ে অত্যাচারের মাত্রা প্রচন্ড বেড়েছে। আর পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে 'সেবাশ্রয় শিবির'। এই বিষয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোতে বেড, সরঞ্জাম, ওষুধপত্র, নার্স কিছুই নেই। এককথায়, সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা পরিষেবা একেবারেই অমিল। অথচ সেবাশ্রয় শিবিরের নামে বাংলায় নাটক চলছে। তাঁর দাবি, বাংলায় দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। প্রাক্তন সাংসদের আরও দাবি, রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে মমতা ব্যানার্জিকেই চ্যালেঞ্জ করছেন তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি। আসলে বাংলায় অভিষেক ব্যানার্জি সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছেন।

ভোটার তালিকার অসঙ্গতি রুখতে কর্মীদের হলফনামার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার অসঙ্গতি রুখতে নির্বাচন কমিশন এবার সরকারি দপ্তরে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মীদের কাছ থেকে লিখিত হলফনামা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে। কোনও সরকারি কর্মীর নাম দু'টি আলাদা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতেই এই উদ্যোগ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মর্মে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অধীনস্থ কর্মীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ঘোষণা বা হলফনামা সংগ্রহ করতে হবে। ওই ঘোষণাপত্রে কর্মীকে জানাতে হবে, তিনি বর্তমানে কোন ঠিকানায় বসবাস করছেন এবং বর্তমান ঠিকানার কোন বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নথিভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি, আগে যে বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, সেখান থেকে নাম কাটার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

কমিশনের তরফে যে ফরম্যাট পাঠানো হয়েছে, তাতে বলা রয়েছে; ভোটার তালিকায় একাধিক স্থানে নাম থাকা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই কোনও সরকারি কর্মীর নাম যদি আগে কর্মস্থল বা পুরনো বাসস্থানের ভোটার তালিকায় থেকে থাকে, তবে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার আওতায় সেই নাম কাটার জন্য যথাযথ আবেদন করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্ত্রী বা সন্তানের নামও পুরনো তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তাও ঘোষণায় উল্লেখ করতে বলা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রের মতে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলাকালীন বিভিন্ন জেলায় দু'জায়গায় নাম থাকার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। বিশেষ করে সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রে বদলি বা স্থানান্তরের কারণে পুরনো ঠিকানার ভোটার তালিকায় নাম থেকে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণেই এবার সরাসরি দপ্তর মারফত হলফনামা নিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাইছে কমিশন।

সূত্রের খবর, এই ঘোষণাপত্র জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নথি যাচাই করে প্রয়োজন হলে সংশোধনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোথাও গাফিলতি বা ভুল তথ্য ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পথও খোলা থাকছে।

শুনানি পর্ব সরেজমিনে পরিদর্শন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান।

সম্প্রতি, মগরাহাটে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন তিনি। সেই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। এদিন সেই রিপোর্ট দিল্লিতে কমিশনের কাছে জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কমিশনের কঠোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার তথাকথিত তথ্যগত অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত সমস্ত নোটিস অবিলম্বে ডাউনলোড করে আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ভোটারদের হাতে পৌঁছে দিতে নির্বাচন কমিশন কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। এই কাজে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে নোট পাঠিয়েছে। মঙ্গলবার থেকে প্রতিদিন বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক কতগুলি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নোটিস সার্ভ করা হল, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলাকালীন প্রথম দফায় তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকায় প্রায় এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ ভোটারের নাম উঠে এসেছিল। তবে পরবর্তী যাচাই ও সংশোধনের পরে সেই সংখ্যা কমেছে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় থাকা ভোটারের সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় পঁচানব্বই লক্ষে।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিপুল সংখ্যক ভোটারকে সময়ের মধ্যে নোটিস পৌঁছে দেওয়াই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই নোটিস ডাউনলোড থেকে শুরু করে সার্ভিসের প্রতিটি ধাপের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কোনও কেন্দ্রে নোটিস পৌঁছাতে দেরি হলে তার দায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরই নিতে হবে। প্রশাসনিক মহলের মতে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে তথ্যগত অসঙ্গতি সংক্রান্ত সব প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সময়বদ্ধভাবে শেষ করতেই এই কড়া পদক্ষেপ। কমিশনের এই নির্দেশে জেলা স্তরে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও বেড়েছে বলেই জানা যাচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২২ পৌষ ১৪৩১ বুধবার

চা বাগানের নীরব আর্তনাদ, বেতন নেই, অধিকার নেই, দায় সরকারেরই: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের চা বাগানে মজুরির ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম, অথচ হাতে ফিরছে না প্রাপ্য বেতন, এই কঠোর বাস্তবতাকেই কেন্দ্র করে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তিনি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সরাসরি অভিযোগ তুললেন শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতা, ভোটার তালিকা সংশোধনের অনিয়ম এবং বনাধিকার আইন অমান্যের বিরুদ্ধে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু চা বাগানে শ্রমিকরা চার-পাঁচ মাস ধরে বেতনহীন। তাঁরই ভাষায়, 'চা বাগান চলছে, শ্রমিক কাজ করছে, কিন্তু বেতন নেই, এই অন্যায়কে আমরা স্বাভাবিক হতে দেব না।' তিনি স্পষ্ট দাবি জানান, অবিলম্বে বকেয়া মজুরি পরিশোধ করে শ্রমিকদের সম্মানের জীবন ফেরাতে হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারের নীতিই যেন চা শিল্পকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁর অভিযোগ অত্যন্ত তীব্র, 'চা বাগানের ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ জমি বাণিজ্যিক স্বার্থে খুলে দেওয়া হচ্ছে, এটাই চা শিল্প হত্যার ব্লুপ্রিন্ট।'

বনাধিকার আইন প্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ আরও মারাত্মক। বিরোধী নেতা জানান, ২০০৬ সালের ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট কাগজে থাকলেও বাস্তবে তা উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের কাছে অধরাই। তাঁর কটাক্ষ, 'এই রাজ্যে আইন আছে, অধিকার নেই;শুধুই লিজ আর ভাড়া। শ্রমিকের জমি, শ্রমিকেরই অধিকার, এ সত্যটা সরকার ভুলে গেছে।' ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়েও তুললেন গভীর আশঙ্কা। বহু শ্রমিকের কাছে জন্মসনদ বা পড়াশোনার নথি নেই, ফলে নাম বাদ পড়ার ভয় ঘনাচ্ছে। তাঁর দাবি দৃঢ়, 'এসআইআরের নামে নাগরিক অধিকার খর্ব হলে আমরা চুপ থাকব না। ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের নথিই হোক বৈধ পরিচয়পত্র।' তিনি আরও জানান, গত দশ বছরে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে ভোটারের সংখ্যা। তাই তাঁর সরাসরি প্রশ্ন, '১ কোটি ২৪ লক্ষ নতুন ভোটার, এ কি স্বাভাবিক বৃদ্ধি, না অন্য কোনও অন্ধকার খেলা?'

ভুয়ো নাম ঢোকানোর চেষ্টা হলে আদালতের লড়াইয়ের হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি। প্রশাসনিক নিয়োগে অনিয়ম নিয়েও তাঁর সোজা অভিযোগ, 'যোগ্যদের সরিয়ে অনুগামীদের বসানো হচ্ছে, এ শুধু প্রশাসনিক দুর্নীতি নয়, এটি শাসকদলের সুরক্ষিত বেআইনি জাল।' সমগ্র বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর অবস্থান, এ লড়াই দলীয় রাজনীতি নয়, চা শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারের। তাঁর শেষবার্তা ছিল আরও তীক্ষ্ণ, আরও স্পষ্ট, 'চা বাগানের শ্রমিকরা ভিক্ষা নয়, অধিকার চান। সেই অধিকারের জন্য প্রয়োজন হলে সুপ্রিম কোর্টের দরজাও আমরা খটখটাব।' উত্তরবঙ্গের দোলা খাওয়া সবুজ চা-বাগান আজ তাই এক কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে, কোথায় উন্নয়ন, কোথায় অধিকার?

রাজতন্ত্রের যখন অবসান হয়, তখন গুপ্তহত্যা, দোষারোপ বাড়ে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জেলায় জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল চরমে। মঙ্গলবার সন্ধেয় ব্যারাকপুরে পরিবর্তন সংকল্প সভায় যোগ দিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, চলে যাবার সময় এগুলো হয়। রাজতন্ত্রের যখন অবসান হয়। তখন সেখানে গুপ্ত হত্যা বাড়ে। দোষারোপ বাড়ে। একে অপরের প্রতি আক্রমণ বাড়ে। তাঁর দাবি, তৃণমূল যাবার সময়ে ওই ৭৫-২৫ ভাগাভাগি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তা নিয়েই তৃণমূলে নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে। এপ্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের বিষয়। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন নিরামিষ হয় না। বিহারে নির্বাচনে কোনও রক্তপাত নেই। বুথ দখল নেই। থান-কাপড় বিতরণও নেই। কলকাতার বাবুঘাটে সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এপ্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ওখানে মৌলবাদী ধর্মান্ধের কিছু উগ্রবাদী লোকজন এটা করতে পারে। তবে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। প্রসঙ্গত, এদিন বীরভূমের রামপুরহাটে জনসভায় দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১১-০ করার ডাক দিয়েছেন। বীরভূমে তাঁর জনসভা নিয়ে ব্যারাকপুরের সভায় যোগ দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের খোঁচা, বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ইডি চার্জশিট জমা দিয়েছে। যেহেতু সব বালি মাফিয়ারা বীরভূমে থাকেন। যাতে এঁরা মুখ না-খোলেন, সেদিকে খেয়াল রেখে প্রশাসনকে দিয়ে বালি মাফিয়াদের ধমকাতে, চমকাতে অভিষেক ব্যানার্জি বীরভূমে গিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের মাটিতে দাঁড়িয়ে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, ব্যারাকপুরে একটাও পুকুর নেই। সব পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে। সরকারি স্কুলের বদলে এখানে বেসরকারি স্কুলগুলো রমরমিয়ে চলছে।

ব্যারাকপুরের বিধায়ককে নিশানা করে তিনি বলেন, মমতার স্নেহধন্য রাজ চক্রবর্তীর অনেক ধার-দেনা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ধার-দেনা উনি এখন ব্যারাকপুরের মানুষের মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, ন্যাশনাল জুট

ম্যানুফ্যাকচার্স কার্পোরেশন অর্থাৎ এন জেএমসির আওতায় থাকা খড়দা জুটমিল এবং কেনিসন জুটমিলের জমি লুঠ হয়ে হচ্ছে। টিটাগড়ের মাঠকল মিল প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে গেছে। ওখানে এখন সিনেমার শুটিং হয়। প্রসঙ্গত, নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক গুন্ডারাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উল্টে ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ বেড়েছে।

এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, গুন্ডারাজ শেষ করার নামে উনি ব্যারাকপুরের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। গুন্ডা-মস্তানরা সবাই তৃণমূলের ছাতায় তলায় আছে। একটাও গুন্ডাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আর গুন্ডারা মিলে ব্যারাকপুরের মানুষকে শোষণ করছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন চুরি, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর নিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে ব্যারাকপুরে আয়োজিত 'পরিবর্তন সংকল্প' সভায় এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, দলের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে তাপস ঘোষ ও প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগের কনভেনার সন্দীপ ব্যানার্জি, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি প্রমুখ।

ভুয়ো জবকার্ডের রাজত্ব শেষ হবে, ভিবিজি রামজি আইন নিয়ে বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সল্টলেকের বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনকে কেন্দ্র করে তীব্র বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। ভিভিজি রামজি, অর্থাৎ 'বিকশিত ভারত কর্মসংস্থান ও জীবিকা নিশ্চয়তা মিশন গ্রামীণ আইন' নিয়ে তিনি সরকারের অবস্থান এবং কেন্দ্রের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, এই আইন কেবল প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং স্বাধীনতার পর ভারতীয় গ্রাম সমাজের জন্য এক বড় আদর্শের বাস্তব রূপ। তাঁর কথায়, 'এটা মহাত্মা গান্ধির স্বপ্নেরই বাস্তব রূপ, শেষ মানুষটাকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হয়, এই আইন সেই দর্শনের প্রয়োগ।' পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা প্রকল্পে সীমাহীন অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর কড়া অভিযোগ, 'দুর্নীতি, ভুয়ো জবকার্ড আর তহবিল লুঠের কারণে প্রকৃত শ্রমিক নিজের পাওনা টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় তদন্তেই তার দাগ স্পষ্ট।'

নতুন আইনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি জানান, আরও বেশি কর্মদিবস, আরও বেশি নজরদারি ও প্রযুক্তিনির্ভর স্বচ্ছতাই এই আইনের মূল শক্তি।

শমীকের ভাষায়, '১০০ দিনের বদলে ১২৫ দিনের কাজ, বায়োমেট্রিক উপস্থিতি, জিও-ট্যাগিং আর এআই নজরদারিতে জালিয়াতির রাস্তা বন্ধ হবে। প্রকৃত শ্রমিকের মজুরি আর কারও পকেটে যাবে না।'

তিনি আরও দাবি করেন, ২০২৫ সাল থেকে কার্যকর এই আইন দুর্নীতিতে মোড়া পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলবে। তাঁর মতে, 'লক্ষ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে। এটাই প্রমাণ করে, রাজ্যে দুর্নীতি সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'মোদীর গ্যারান্টি মানেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।' গ্রামীণ ভারতের অর্থনীতি, জলসংরক্ষণ, কৃষি ও কর্মসংস্থান, সব মিলিয়ে শক্তিশালী ভারতের প্রস্তুতি এটাই।'

রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়েও এদিন তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। অভিযোগ, 'দুর্নীতিকে আড়াল করে বিভ্রান্তিকর প্রচারই একমাত্র কাজ। অন্য রাজ্যে যেখানে কঠোর ব্যবস্থা হয়েছে, বাংলায় সেখানে দুর্নীতিকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।' শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে তিনি দৃঢ় বার্তা দেন, 'কাজের ১৪ দিনের মধ্যেই মজুরি হাতে, এটা এই আইনের বড় অঙ্গীকার। এবার গরিবের প্রাপ্য কেড়ে খাওয়ার সুযোগ থাকবে না।'

আইনটিকে দয়া বা করুণা নয়, অধিকারভিত্তিক কাঠামো বলেই ব্যাখ্যা করেন শমীক। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, 'এটা কোনও অনুদান নয়, প্রকৃত শ্রমিকের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষার আইন।' ভবিষ্যৎ লড়াইয়ের রেখাচিত্র টেনে তিনি বলেন, 'এই লড়াই গরিব বনাম বড়লোকের নয়, এটা সততা বনাম দুর্নীতির লড়াই। বিজেপি সবসময় শ্রমিক-কৃষকের পাশে থাকবে।' সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্য সরকার যদি বাধা সৃষ্টি না-করে সহযোগিতা করে, তবে গ্রামীণ অর্থনীতি নতুন গতি পাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ ফের উন্নয়নের মূলধারায় ফিরবে।

হেমন্তের উড়ানে শীতের বীরভূমে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে আকাশপথে রওনা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে প্রায় দু' ঘণ্টা দেরিতে বীরভূমের উদ্দেশে তাঁর উড়ান। তৃণমূলের সোজাসাপটা অভিযোগ, 'এটা নিছক প্রশাসনিক বিষয় নয়, পরিকল্পিত রাজনৈতিক বাধা।' অভিষেকের নির্ধারিত হেলিকপ্টার না-ওড়ায় শেষমেশ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কপ্টার ভাড়া করে রওনা দেন তিনি।

মঙ্গলবার দুপুরে বেহালা ফ্লাইং ক্লাব থেকে রামপুরহাটের সভায় যাওয়ার কথা ছিল অভিষেকের। অভিযোগ, শেষ মুহূর্তে 'প্রশাসনিক কারণ' দেখিয়ে উড়ানের ছাড়পত্র আটকে দেয় ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন। ফলে বেহালাতেই আটকে পড়েন তিনি। তৃণমূলের অভিযোগ আরও তীব্র, বিজেপি বুঝে গিয়েছে, মানুষ আমাদের পাশে। তাই আতঙ্কে বাধা তৈরি করছে।

রামপুরহাটের মাঠ তখন প্রস্তুত, মঞ্চ তৈরি, ব্যারিকেড শক্ত, মাইক ধ্বনিময়, ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একই দিনে ছিল দুবরাজপুরের কর্মসূচিও। সেখানে সোনালি বিবির সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা, যাঁকে বাংলাদেশি বলে বহিষ্কারের অভিযোগে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। সময় গড়াল, আর উড়ান না-হওয়ায় অনিশ্চয়তা ঘিরে ধরে গোটা কর্মসূচি। দলের অভ্যন্তরে আলোচনা শুরু, প্রয়োজনে কি সড়কপথেই যাবেন অভিষেক?

ঠিক তখনই সিদ্ধান্ত বদলায় সমীকরণ। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের কপ্টার ভাড়া নিয়ে পুনরায় সাজানো হয় যাত্রা। সূত্র বলছে, একাধিক কর্মসূচি ও দেরি করে পৌঁছনোর কারণে এদিন রাতেই তারাপীঠে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অভিষেকের। পুরো ঘটনার পর তৃণমূলের কটাক্ষ, প্রশাসন নয়, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে রাজনীতি। অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা, সরকারি কাগজ দিয়ে আকাশ আটকানো যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকে 'পরমহংস' বলায় অপমান, মমতাকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাগরের সভার বক্তব্যের জবাবে মঙ্গলবার ফের তীব্র রাজনৈতিক পালটা আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ধর্মীয় প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে তিনি কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন এবং সরাসরি অজ্ঞতার অভিযোগ তোলেন।

শুভেন্দুর তির্যক কটাক্ষ, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব;দু'জনকে গুলিয়ে ফেললেন। লক্ষ্মীপুজোর পাঁচালি বলতে গিয়ে এলোমেলো সরস্বতী মন্ত্র পড়লেন!' সেখানেই না-থেমে আরও আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে তাঁর অভিযোগ, 'যিনি কখনও হিন্দুধর্মকে 'গন্দা ধর্ম' বলেন, মহাকুম্ভকে বলেন মৃত্যুকুম্ভ, তিনি আবার গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে জ্ঞান বিলি করছেন! কতটা জানেন, সেটা নিয়েই বড় প্রশ্ন।'

শুভেন্দুর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী যখনই হিন্দুধর্ম নিয়ে কথা বলেন তখন বারবার ভুল তথ্য ছড়ান। তাঁর কথায়, 'হিন্দুধর্ম নিয়ে মুখ খুললেই কল্পকথা, অসত্য, আজগুবি বক্তব্য, এটাই নিয়ম হয়ে গেছে।' এদিন পরমহংস উপাধির তাৎপর্যও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন

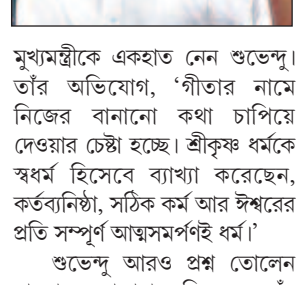

বিরোধী নেতা। তাঁর মত, পরমহংস কোনও সাধারণ অভিধা নয়; তা এক মহান আধ্যাত্মিক অবস্থার স্বীকৃতি। শুভেন্দু বলেন, 'পরমহংস' হচ্ছে সেই সাধকের উপাধি যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠে সমদর্শী হয়ে গিয়েছেন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব সেই কারণে পরমহংস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁকে পরমহংস বলা মানেই ভগবানকে ছোট করা।'

গীতা প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে তিনি 'ভ্রান্ত' বলে দাবি করেন। শুভেন্দুর ভাষ্য, 'শ্রীকৃষ্ণ গীতার বক্তা, লেখক নন, তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, পরে মহর্ষি বেদব্যাস তা লিপিবদ্ধ করেন। অথচ মাননীয়া উলটো কথা প্রচার করছেন।' ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, 'গীতার নামে নিজের বানানো কথা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকে স্বধর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, কর্তব্যনিষ্ঠা, সঠিক কর্ম আর ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই ধর্ম।'

শুভেন্দু আরও প্রশ্ন তোলেন বাংলার লোকাচার নিয়েও। তাঁর কটাক্ষ, 'এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী', এমন পাঁচালি কেউ আদৌ পড়েন কি না সন্দেহ আছে। সরস্বতী-প্রণামকেও পাঁচালী বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে।' রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট করে তিনি শেষ করেন আরও তীব্র সুরে, 'ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়েই বারবার হিন্দুদের অপমান করা হচ্ছে। এবার প্রত্যেক হিন্দুই এর জবাব দেবে।'

টাকার অভাবে নয়, স্বচ্ছতার অভাবে আটকে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তীব্র অভিযোগ তোলেন। বলেন, 'আইন শুধু কাজ দেয় না, কাজের মাধ্যমে গ্রাম গড়ে তোলে। ১২৫ দিনের আইনি কর্মসংস্থান, বায়োমেট্রিক হাজিরা, জিও-ট্যাগিং, ১৪ দিনের মধ্যে মজুরি, সব মিলিয়ে এটি মনরেগার দুর্নীতির সংস্কার।'

তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পকে তসিন্ডিকেটের আয়ের উৎসদ বানিয়েছে। ফলে কাজের জন্য টাকা আটকে থাকে, কিন্তু সেটা টাকা কম থাকার কারণে নয়, স্বচ্ছতার অভাবে। ভট্টাচার্যের দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভুয়ো উপভোক্তা ছাঁটাই করা হবে, সিন্ডিকেট ভাঙা হবে, এবং প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গরিব মানুষের কাছে পৌঁছনো নিশ্চিত করা হবে।

ভট্টাচার্য আরও বলেন, 'বিকশিত গ্রাম, বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ, বিকশিত ভারত', এটাই আমাদের লক্ষ্য।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র আইনের কাগজে নয়, বাস্তব গ্রামীণ উন্নয়নকেই তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের মনরেগা -ভূমিতে রাজনৈতিক নাটককে চ্যালেঞ্জ করে তিনি তুলে ধরেছেন স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতার প্রয়োজনীয়তা।

শীতের দুপুরে ধর্মতলায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

আইনি জটিলতায় ফের ধাক্কা এসএসসি নিয়োগে, অনিশ্চয়তায় হাজারও প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগপ্রক্রিয়া আবারও আদালতের দোরগোড়ায় আটকে। প্রতিশ্রুত সময়সূচি ভেঙে পড়ায় চাকরিপ্রার্থীদের বুকভাঙা হতাশা। প্রশ্ন স্পষ্ট, 'সময়ে নিয়োগ হবে তো?' একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির মেধাতালিকা দ্রুত প্রকাশের আশ্বাস দিয়েও কমিশন পিছিয়ে পড়েছে নতুন ক্যাটাগরি সংযোজনের আইনি জটিলতায়। হাইকোর্টের নির্দেশে একাধিক বিষয়ের প্রার্থীদের ফের ইন্টারভিউ নেওয়ায় তালিকা প্রকাশ গড়াচ্ছে জানুয়ারির মাঝামাঝি পেরিয়ে। অথচ সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল, ১৫ জানুয়ারি থেকেই কাউন্সেলিং শুরু করবে। বাস্তবে তা এখন অসম্ভব

প্রায়। তার ওপর টানা সরকারি ছুটির ভিড়ে নবম,দশমের নথি যাচাই কবে;সেই প্রশ্নও ঝুলে রয়েছে।

সংখ্যা বলছে সংকট গুরুতর। বহু প্রার্থী নতুন ক্যাটাগরি যুক্ত করলেও নথি-খামতিতে অনেকে বাদ। আর সময়সীমা না থাকায় নবম, দশম স্তরে বাড়ছে আবেদনকারীর ভিড়। চাকরিপ্রার্থীদের আশঙ্কা, ফেব্রুয়ারির পরীক্ষার পর ভোট ঘোষণাই যদি আসে, নিয়োগ আটকে গেলেই বিপদ চরমে। তাদের অভিযোগ, 'তখন আমাদের অতিরিক্ত সময়ের দাবি গুরুত্ব পায়নি, এখন আদালতের রায়ই ঢাল।'

এক শীর্ষ আধিকারিক স্বীকার করছেন, সর্বোচ্চ আদালতের মামলা হাইকোর্টে ফিরে যাওয়ায় কমিশনের হাত বাঁধা, যে নির্দেশ আসবে, মানতেই হবে। তবু প্রার্থীদের দাবি দৃঢ়, কাউন্সেলিং ও মেধাতালিকা প্রকাশে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা চাই এখনই, নইলে এই 'যোগ্য' তরুণদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে যাবে।

সুপ্রিম কোর্টে ১০১ পাতার আবেদন নিয়ে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর (স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন শীর্ষ আদালতে আবেদন করেন। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভুল ও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। ভোটারদের মধ্যে অনেককে জীবিত থাকলেও মৃত হিসেবে দেখানো হচ্ছে। বয়স্ক নাগরিকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি নিজে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। তাঁর ঘোষণার পরই ডেরেক এদিন আবেদন করেন। তৃণমূলের ১০১ পাতার আবেদনে দাবি করা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিএলও-দের দেওয়া নির্দেশ অবৈধ এবং এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিত। এছাড়া, আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অভিযোগ জানানোয় সময়সীমা বাড়ানো প্রয়োজন।

আবেদন অনুযায়ী, রাজ্যের ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম নির্বাচনী তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে অবৈধভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভোটাররা যথাযথ তথ্য না পেয়ে বিভ্রান্ত এবং ভয়ভীতির মধ্যে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ভোটারদের নির্দিষ্ট কারণ না জানিয়েই শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। বয়স্কদের নাকে নল পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কমিশনের যে সব অ্যাপ তৈরি হয়েছে, তা বিজেপির আইটি সেল ব্যবহার করছে। এগুলো অবৈধ, অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক। এই পরিস্থিতি চলতে পারে না।'

এর আগে তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছিলেন, শুনানির সময় কোন নথি লাগবে তা ভোটারদের জানানো হচ্ছে না এবং জমা দেওয়ার প্রমাণও দেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূলের দাবি, পুরো এসআইআর প্রক্রিয়া সময় নিয়ে সম্পন্ন করা উচিত। সঠিক ও ন্যায্য ভোটার তালিকা ছাড়া রাজ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

EKDIN 07.01.2026 PAGE 4_Layout 1 1/6/2026 3:19 PM Page 1

সম্পাদকীয়

মানুষের ভোগান্তির এই ট্র্যাডিশান আর কবে বদলাবে?

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই, এলআইসি, জিআইসি, ইন্ডিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জ, মানি মার্কেট এমনকি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যে সপ্তাহে পাঁচদিন অর্থাৎ সোম থেকে শুক্র, কাজের সময়সূচি অনুসরণ করছে। সেখানে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে এখনও পুরনো ধাঁচের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কর্মীদের দাবি মেনে মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বন্ধ থাকলেও বাকি শনিবারগুলোয় ব্যাঙ্ক খোলা। ইউনিয়নগুলির দাবি, এর আগে সরকার তাঁদের সাপ্তাহিক পাঁচটি কাজের দিন করার আশ্বাস দিলেও তা পূরণ হয়নি। তাই এবার ওই দাবিকে সামনে রেখে তাঁরা আন্দোলন শুরু করছেন। সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে তাদের প্রথম পদক্ষেপ একদিনের ধর্মঘট। সেই লক্ষ্যে আগামী ২৭ জানুয়ারি তাঁরা দেশব্যাপী একদিনের ধর্মঘট ডেকেছেন। এখনও।পর্যন্ত সবটাই ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ধর্মঘটের দিন নির্বাচন নিয়ে। একবার ক্যালেন্ডারে চোখ বোলান। কী দেখা যাচ্ছে? আগামী ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার, নেতাজি বার্থ ডে। গোটা রাজ্য ওইদিন ছুটি। ব্যাঙ্কও বন্ধ। পরদিন শনিবার, ২৪ জানুয়ারি, সেকেন্ড স্যাটার ডে। ফলে এমনিতেই ব্যাঙ্ক বন্ধ। রবিবার ২৫ জানুয়ারি ফের ছুটি। সোমবার ২৬ জানুয়ারি। জাতীয় ছুটি। সব বন্ধ। এরপর ২৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার। বেছে বেছে ওই দিনেই ধর্মঘট ডাকলেন ব্যাঙ্ক।কর্মীরা। অঙ্কটা সিম্পল। একমাসে টানা পাঁচদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ! ভুগবে কারা, সাধারণ গ্রাহক। তাহলে কী দাঁড়াল? গ্রাহকদের সবার আগে সমস্যার ফেল। তাহলে টনক নড়বে সরকারের। এটাই সহজ ফরমুলা। এভাবেই চলছে। আন্দোলন করবেন তাঁরা, তাঁদের দাবিতে। কিন্তু টানা পাঁচদিন ব্যাঙ্কের মতো অতি জরুরি পরিষেবা পাবেন না গ্রাহকরা। অথচ তাঁদের জমানো টাকাতেই চলছে ব্যাঙ্কগুলো। কিন্তু সেটা কে বলবে? কাকেই বা বলবে? আম জনতার ভোগান্তি হল তাতে আর কার কীইবা আসে যায়! মানুষের ভোগান্তির এই ট্র্যাডিশন কি বদলাবে না?

শব্দছক ৩৬

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. পথ, উপায় ২. বিদ্যাহীনতা ৫. অথর্ব বয়স্কা ৬. চঞ্চল ৭. বিনাশ ৯. পদ্মবহুল জলাশয় ১১. ছোট নদীর মৃদু গমন-গতি ১৩. শ্রুতি লেখক ১৬. পায়ের ধুলো ১৮. কলসি, নটে, লাউ ইত্যাদির পরিচয় ১৯. শিবস্থানে শিব অবয়বের প্রতিভূ ২০. পায়ের গোড়ালি ২১. ভগবান ২২. ভ্রাতা

ওপর-নিচ: ১. লোকান্তর ২. হুবহু ৩. যতি, বিশ্রাম ৪. চাদর বা আসনের কুঞ্চিত প্রান্তদেশ ৬. মানুষ ৮. ক্ষণকাল ১০. জমিচাষে ব্যবহৃত হাতিয়ার ১২. জমি চষা ১৩. কদলীপত্র ১৪. মশক ১৫. চাকচিক্য ১৬. যা চলে আসছে ১৭. ঠাট্টা-তামাশা

সমাধান ৩৫ — পাশাপাশি: ১. অথান্তর ৪. চর ৬. বলা ৭. সাগর ৯. রত ১০. হড়পা ১১. শতদল ১২. গোলাকার ১৪. সুরাদ ১৫. পাপ ১৬. লবঙ্গ ১৭. চাকু ১৮. সখা ১৯. নাজেহাল

ওপর-নিচ : ১. অবকাশ ২. থালা ৩. রসাতল ৫. রণপা ৮. রহস্যালাপ ৯. রদবদল ১২. গোপাঙ্গনা ১৩. রক্ষকুল ১৪. সুবাস ১৭. চাহা

আজকের দিন

■ **১৬১০** — গ্যালিলিও গ্যালিলি প্রথমবারের মতো বৃহস্পতির চারটি বৃহত্তম উপগ্রহ (আইও, ইউরোপা, গ্যানিমেড, ক্যালিস্টো) পর্যবেক্ষণ করেন।

■ **১৯০৪** — দুর্দশা সংকেত "CQD" প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে SOS দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

■ **১৯২৭**— নিউ ইয়র্ক এবং লন্ডনের মধ্যে প্রথম ট্রান্সআটলান্টিক ফোন কল করা হয়।

জন্মদিন

১৯৪৮ *বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক শোভা দের জন্মদিন।*

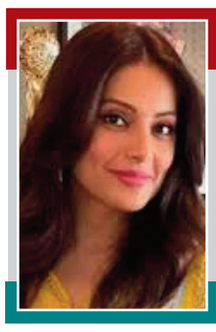

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ইরফান খানের জন্মদিন।*

১৯৭৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিপাশা বসুর জন্মদিন।*

বিপাশা বসু

জয়নগর ও মথুরাপুর: ঘাসফুলের স্বভিমান বনাম পদ্মফুলের অভিলাষ

শেষমেষ জনতা উন্নয়ণ পাটি বা ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের দৌলতে সংখ্যালঘু ভোট কাটাকুটির খেলায় এখান থেকে কমসে কম তিনটে আসন গেরুয়া ব্যাগেতে উপচে পড়ার সম্ভাবনাও কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা। অগত্যা এই মুহূর্তে কি আর করার? 'ওয়েট এন্ড সি'ই পদ্ধতিতে 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' ব্র্যান্ডের সবুজ আত্মপ্রত্যয় যেমন এখানে বেড়েই চলেছে, তেমন গেরুয়া ক্যালকুলেশন কিন্তু এই অঞ্চলকে ঘিরে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরেই চলেছে। সুতরাং ফলাফল, সেতো জনান্তিকই জানেন। এই বাংলা শুধু কি পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ নাকি পরিবর্তনের পরিবর্তনে আজ সে প্রস্তুত? হয়তো জয়নগরের বা মথুরাপুরের ভোটদাতারা তাই ফিসফিসিয়ে গান গাইতে শুরু করেছে অতীতে কাউকে সমর্থন করার জন্য, 'কি তার জবাব দেবে যদি বলি আমি কি হেরেছি? তুমিও কি একটুও হারোনি?'

সুবীর পাল

ঠিক পনেরো বছর আগেকার কথা। টানা চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পতন। আমাদের রাজ্যে। শুরু হয়েছিল পরিবর্তনের তৃণমূল জমানা। এমনই শাসন হস্তান্তরের বারবেলায়। 'মনে কি পড়ে প্রিয়? আমি শুধানু তোমায় বলো দেখি,' 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে এসেছে', কে বলেছিলেন? কার উদ্দেশ্যে মন্তব্যটি করেছিলেন?

নির্দ্বিধায় একটিমাত্র উত্তর হলো, বামফ্রন্ট সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ২০১১ সালে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা এই মন্তব্যটি করেছিলেন তদানীন্তন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিশানা করে। হাজির হলেও স্বঘোষিত এই স্বর্গীয় 'চাষার ব্যাটা' ছিলেন পরপর তিনজন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের মন্ত্রী। একদা এই আদ্যন্ত মেঠো নেতা যেমনটি ছিলেন ভাঙরের বিধায়ক তেমনটি ক্যানিং পূর্ব আসন থেকেও এমএলএ হয়েছেন অজস্রবার। আর এই ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলেই অবধারিত ভাবেই চলে আসে জয়নগর লোকসভা আসনটির নানা ইতিকথা।

এমনতর কনকনে শীতকাল। তার উপর নামটা যে জয়নগর। আরে মারো গোলি রাজনীতি। শীত আর জয়নগর মানেই তো জিভের জলে মোয়ার উপকথা। এ তো যে সে মোয়া নয়। আসলি জয়নগরের মোয়া। এটি আদতে হলো নলেন গুড়, কনকচূড় ধানের খই, গাওয়া ঘি ও বিশেষ সুগন্ধির সংমিশ্রণে তৈরি এক সুবিখ্যাত উইন্টার স্পেশাল মোয়া। যেটির প্রকৃত আঁতুরঘর হলো আমাদের রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত এই জয়নগরে। মূলতঃ স্থানীয় মিষ্টান্ন কারিগর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ওরফে বুঁচকিবাবু ও নিত্যগোপাল সরকারের হাত ধরেই এমন জগৎ বিখ্যাত জয়নগরের মোয়ার গুনগান। বর্তমানে এ হেন মোয়া শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লক্ষাধিক মানুষের রুজি রোজগার। তবে গুণগত মান সবক্ষেত্রে এখন আর বজায় থাকে না। নলেন গুড়ের পরিবর্তে পায়েস ও কনকচূড় ধানের খইয়ের জায়গায় ব্যবহৃত হয় নিম্নমানের খই। ফলে এই মোয়ার কৌলিন্য বর্তমানে বহুক্ষেত্রে তলানিতে এসে ঠেকেছে। তবুও এমন শৈত্যের মরশুমে মিষ্টি প্রেমীদের কাছে অন্তত একটিবার চেখে দেখার জন্য জয়নগরের মোয়া নামটাই যথেষ্ট।

চলো জয়নগরের মোয়া ক্লাইমেক্স এবার না হয় হাইড করো। আবার তবে ফেরা যাক জয়নগরের হটকেক রাজনীতির নানা অলিন্দের বিভিন্ন খিড়কির অন্দরে। বর্তমানে ৩৬% মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ থাকেন জয়নগর লোকসভা অঞ্চলের মধ্যে। বঙ্গোপসাগর ঘেঁষা এই এলাকার কিন্তু একটা নিজস্ব পলিটিক্যাল ইতিহাস রয়েছে গেছে। অনেকটা অতি বাম দল হিসেবে সুপরিচিত আজকের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই জয়নগরের মাটিতে অবস্থিত অরূপ হলে। শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে। একইসঙ্গে এই এলাকার ভূমিপুত্র তথা বিপ্লবী শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার মুখোপাধ্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকাও কিন্তু সমগ্র বাঙালির গর্বের প্রতীক।

এই লোকসভা এলাকায় দেশের প্রথম নির্বাচন থেকেই কংগ্রেস জিতে আসছিল। প্রথম ছন্দপতন ঘটে ১৯৭৭ সালে। জিতে যায় জনতা পার্টি। আবার ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এখানে আরএসপির জয়যাত্রা ছিল এক ভিন্নতর অভিনব বামশক্তির অদম্য প্রতীক। কারণ এই ভূখণ্ডেই আরএসপিকে একসময় সাংগঠনিক ভাবে লড়াইটা চালিয়ে যেতে হতো অন্য কোনও বিরোধী দলের সঙ্গে নয়। স্থানীয় ভাবে এই বাম দলটিকে দীর্ঘতর অস্তিত্বগত যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল অপর এক বাম দল সিপিএমের বিরুদ্ধে। অথচ তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের সিপিএম ছিল বিগ বস্। আর আরএসপি ছিল ছোটা চেতন। তবুও সিপিএম কিন্তু এই জয়নগরের মাটিতে আরএসপির কাছে কার্যত ল্যাজে গোবরেই হয়েছিল অভ্যন্তরীণ শ্যাডো পলিটিক্সের ফ্ল্যাশিং মিডোয়।

'নদীর ধারে বাস, দুঃখ বারোমাস।' এমন উপমা যেন প্রকৃতই তৈরি হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার অপর লোকসভা আসন মথুরাপুরের জন্য। এই এলাকার বেশিরভাগই জল-জঙ্গলে ঘেরা। সাগর ও পাথরপ্রতিমা এই দুটি বিধানসভা এলাকা তো কিলবিল সাপের মতো নদীনালায় বেষ্টিত। ৯৪% মানুষ এখানে গ্রামীণ এলাকাভুক্ত। বাকি ৬% হলো শহর ভিত্তিত। সংখ্যালঘু ভোটার হলো ২৪.১%। সেই এককালের সত্তর দশক থেকে মথুরাপুর ছিল লালে লাল লালদুর্গ। এখন সময় পাল্টেছে। এই তল্লাট বর্তমানে যে সবুজ ঘাসে ভরপুর। স্থানীয় মানুষের মধ্যে ৬৬.৭৭% হলো শিক্ষিতের হার। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এখানে তফসিলি জাতির ভোটার ২৯% এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা ০.৫% মাত্র।

এই লোকসভা আসনের মধ্যে একাধিক বিস্তীর্ণ অঞ্চলই কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনুন্নত। রাজ্য শাসকের উন্নয়ণ বার্তা যেন এখানে অমাবস্যার চাঁদের মতোই কর্পূর কাণ্ড। প্রবল বর্ষায় এবং ভরা কোটালে জলোচ্ছ্বাসের দাপটে অস্থায়ী নদীবাঁধ ভেঙে বা উপচে কৃষিজমি, পুকুর, মাটির ঘরবাড়ি নদীর অতিরিক্ত জলে প্লাবিত হওয়া তো এখানকার রুটিন সমস্যা। ফলে নানা ভোট বছর বছর এলে গেলেও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের তিমির রাত্রি এই অঞ্চলে আর কাটলো কই? স্থায়ী মানের কংক্রিট নদীবাঁধের আশ্বাসের টোপেই গ্রামগঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষজনেরা প্রহর গুনে চলেছেন আজও শেয়ালের কুমির ছানা দেখানোর শাসক অ্যাপ্রোচে। এলাকাবাসীর প্রধান পেশা হলো পান ও সবজি এবং মাছচাষ সহ সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত চপ শিল্পের আস্থাকে কার্যত তুড়ি মেরে স্থানীয় বহুজন পরিযায়ী শ্রমিকের পরিচয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন অহরহ এসব অঞ্চল থেকে। এটাই আজকের দিনে চরম সত্য, যে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, গঙ্গাসাগর, মৌসুনী আদতে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কাছে পরিচিত ট্যুরিস্ট স্পট হলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রকৃত মানোন্নয়ন আজও যে দিবাস্বপ্নের শীতঘুম হয়ে আছে।

আর ছয় মাসও বাকি নেই সাংবিধানিক দস্তুর অনুসারে রাজ্যে প্রশাসনিক সরকারের মেয়াদ শেষ হবে। ফলে দেশের নির্বাচন কমিশন ভোট নির্ঘন্ট জারি এখনও না করলেও ভারতের কিছু রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করে দিয়েছে। এ তো অনেকটা বাঘ আসার আগে ফেউয়ের আগমন ঘটে গেছে। ফলে আনঅফিসিয়াল ভোটের শিঙা তো বেজেই গেছে বলা চলে। তাই না দেখে রাজ্যওয়াড়ি শুরু হয়ে গেছে দুই 'ম'য়ের মেগা লম্ফঝম্ফ। একেবারে চাঁচাছোলা মারকাটারি মেজাজে। 'এসপার ওসপার' বড়ি জেসচারে। কি খটকা লাগলো তো। তবে খুলে বলি। দুই 'ম'য়ের একজন হলেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রধানমন্ত্রী। তথা বিজেপির ভোট ময়দানের চিড়েতনের টেক্কা। অন্যজন হলেন 'জয় বাংলা' প্রচারক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি তৃণমূলের একমাত্র নির্বাচনী ল্যাম্পপোস্টের ইস্কাবনের বিবি। দমদম বিমানবন্দর থেকে মাত্র দিন কয়েক আগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বাংলার উন্নয়ণ স্তব্ধ হয়ে গেছে তৃণমূলের কাটমানি কালচারের জন্য।' অন্যদিকে প্রায় সমসাময়িক সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এক হাত নিয়ে দলীয় এক্স হ্যান্ডেলে বেনজির আক্রমণ করেন, 'মোদীর জন্য এই রাজ্যের সমস্ত উন্নয়ণমূলক কাজ থমকে গিয়েছে।' এই দুই 'ম' দ্বৈরথের কাজিয়া যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো আবার অতি সম্প্রতি রাজ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটলো এক অভিনব রাজনৈতিক দলের। 'জনতা উন্নয়ণ পার্টি।' সদ্য তৃণমূল থেকে নিলম্বিত তথা টিএমসি বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, তাঁর এই নয়া দল রাজ্যের মুসলিমদের স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। এমনতর পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল কিন্তু ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। রাজ্যে শীত কিন্তু জাঁকিয়ে বসেছে ক্রমেই। এ হেন প্রকৃতিগত উত্তুরে হাওয়ার টি টোয়েন্টি ম্যাচে হঠাৎ কেমন যেন বেনো জলের রাজনীতির ভোট ভোট উষ্ণায়ণের টেস্ট খেলার উন্মাদনা বেড়ে গেছে। সুতরাং 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'র আহ্বানে প্রত্যাশিত ভাবেই জয়নগর এবং মথুরাপুর লোকসভা অন্তর্গত চোদ্দটি বিধানসভা এলাকায় হঠাৎই কেমন যেন নির্বাচন নির্বাচন গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এইসব রাজনৈতিক ইস্যু সংক্রমণে।

তবে আর কি এবার তাহলে পলিটিক্যাল তত্ত্বের ড্রইংরুম থেকে সোজা চলে যাওয়াই ভালো কালক্ষেপণ না করে তথ্যের বেডরুমে, কি বলুন! সেই ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু। টানা ২০০৪ সাল পর্যন্ত সিপিএমের সাংসদ নির্বাচিত হতো মথুরাপুর থেকে। তবে ১৯৮৪ সালের ভোটে কংগ্রেসের কপালে বিজয় টিকা জুটেছিল এখান থেকে মৃত ইন্দিরা গান্ধীর সহানুভূতির হাওয়ায়। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল তৃণমূলের দাপুটে জয় ছিল চোখে পড়ার মতো। গতবারের বলতে ২০২৪ সালের ভোটেও তৃণমূল হারিয়ে ছিল বিজেপিকে ২,০১,০৫৭ ভোটের পার্থক্যে। মোট ভোটার ছিল ১৮,১৭,০৬৮ জন। তারমধ্যে তৃণমূলের কপালে জোটে ৭,৫৫,৭৩১ জন স্থানীয় ভারতীয় নাগরিকের আশীর্বাদ। গাণিতিক হিসেবে টিএমসির সেই প্রাপ্তি হলো ৫০.৫২% ভোট। বিপক্ষে বিজেপি শিবিরের জন্য ইভিএমের বোতাম টেপা হয়েছিল ৫,৫৪,৬৭৪ বার। অর্থাৎ শতকরা হিসেবে গেরুয়া থলেতে ভোট পড়ে ৩৭.০৮ শতাংশ।

লোকসভা ভোটের মতো ২০২১ সালের রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে এখানকার সাতটিতে সাতটি আসনেই তৃণমূলের জয়োচ্ছ্বাস ছিল সুনামীর মতো ব্যাপ্তির। পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার এবং মগরাহাট পশ্চিম আসনে তৃণমূল সরাসরি জিতে যায় যথাক্রমে ২২,১৩৪, ২৫,৩০২, ২৯,৮৪৬, ৩৩,৮১৮, ৩৫,৫৬৮, ২৩,৪৯২ এবং ৪৬,৯৪১টি বেশি ভোট পেয়ে।

এইসব আসনগুলোতে তৃণমূলের সাংগঠনিক প্রচার কিন্তু অব্যাহত রয়েছে অনেকটাই নিয়মিত হারে। দলগত ভাবে তারা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে রয়েছে যে পূর্বের বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফল ছাব্বিশেও একইভাবে প্রতিফলিত হবে। উল্টোদিকে বিজেপির সংগঠন বাস্তবে অনেকটাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আলুথালু অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, তবেই গেরুয়া শিবির কিছুটা অনুমান করতে পারবে, এখান থেকে কতজন গেরুয়া বিধায়ক হয়ে রাজ্যপালের কাছে শপথ নেবেন। অন্যথায় বিজেপি খুব যে এখান থেকে আশার আলো দেখছে, তেমনটা কিন্তু নয়।

এত গেল মথুরাপুর কিসসা। সুমিষ্ট মোয়ার পাড়ায় এবার না হয় মনোনিবেশ করা যাক জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের হাল হকিকৎ জানার তাগিদে। রাজ্য বামেদের কাঁধে চেপে ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি এখানে হাসলেও এই দলটিকে আর কখনই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর পরপর আটটি নির্বাচনে জয় হাসিল করে নেয় আরএসপি। এসইউসিআই ২০০৯ সালে হঠাৎই পরাজিত করে আরএসপিকে। তারপর? জোড়াফুলের জয় জয়কার অব্যাহত থাকে ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা রণাঙ্গনে। গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা হলো ১৮,৪৪,৭৮০। এরমধ্যে তৃণমূল পায় ৮,৯৪,৩১২ জনের সমর্থন বা শতকরা হারে ৬০.৩২% ভোট। আর বিজেপির পাশে ছিল ৪,২৪,০৯৩ জন এলাকার মানুষ। অতএব মাত্র ২৮.৬০% ভোটারের ভালোবাসাতেই পদ্মশিবিরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অঙ্কের হিসেবে তৃণমূল এখানে ৪,৭০,২১৯টি অতিরিক্ত ভোট পেয়েছিল কমল প্রেমীদের থেকে।

২০২১ সালের নবান্ন গমণের নির্বাচনে এই লোকসভার অন্তর্গত সাতটি আসনেই মথুরাপুরের মতো একই প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে। যার অর্থ গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব এবং মগরাহাট পূর্ব আসনগুলোতে জোড়াফুল ফুটেছিল একেবারে মসৃণ ক্যারিসমায়। ক্রমপর্যায়ে ২৩,৭০৯, ৫০,৬৪২, ৪৭,১৭৭, ৩৮,৬৮৩, ৩৫,২৪৩, ৫৩,০০৭ আর ৫৪,০৭৯ ভোটের তফাতে তৃণমূলের ঘাস বাগিচায় বিজয় উৎসব পালিত হয়েছিল খোস মেজাজে। জয়নগর লোকসভার মধ্যে থাকা এইসব কেন্দ্রে ২০২৬ সালের ভোটেও তৃণমূল যে বিজেপিকে একচুল জায়গা ছাড়তে নারাজ তা অবশ্য এখানকার টিএমসি নেতাদের হাবেভাবে এখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অপরদিকে বিজেপি এইসব এলাকায় আক্ষরিক অর্থেই যথেষ্ট ছন্নছাড়া। বিভিন্ন বুথে দলীয় এজেন্ট কিভাবে বসানো সম্ভব হবে, তা নিয়ে স্থানীয় গেরুয়া শিবির যথেষ্টই চিন্তিত রয়েছে। এখানেও কি বিজেপি কার্যত ঘুরপথে তৃণমূলকে ওয়াকওভার দিয়ে বসবে, তা নিয়ে কিন্তু এলাকার বিজেপি সমর্থকদের মধ্যেও যথেষ্ট সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যদিও রাজ্য নেতৃত্ব কিন্তু অন্য কথা ভাবছেন। শেষমেষ জনতা উন্নয়ণ পাটি বা ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের দৌলতে সংখ্যালঘু ভোট কাটাকুটির খেলায় এখান থেকে কমসে কম তিনটে আসন গেরুয়া ব্যাগেতে উপচে পড়ার সম্ভাবনাও কিন্তু উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা। অগত্যা এই মুহূর্তে কি আর করার? 'ওয়েট এন্ড সি'ই পদ্ধতিতে 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' ব্র্যান্ডের সবুজ আত্মপ্রত্যয় যেমন এখানে বেড়েই চলেছে, তেমন গেরুয়া ক্যালকুলেশন কিন্তু এই অঞ্চলকে ঘিরে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরেই চলেছে। সুতরাং ফলাফল, সেতো জনান্তিকই জানেন। এই বাংলা শুধু কি পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ নাকি পরিবর্তনের পরিবর্তনে আজ সে প্রস্তুত? হয়তো জয়নগরের বা মথুরাপুরের ভোটদাতারা তাই ফিসফিসিয়ে গান গাইতে শুরু করেছে অতীতে কাউকে সমর্থন করার জন্য, 'কি তার জবাব দেবে যদি বলি আমি কি হেরেছি? তুমিও কি একটুও হারোনি?' এই সঙ্গীত আবার কোনও সতর্কবার্তা নয় তো?

চর্চাবাসর ৪২

এখন যেখানে (মিডলটন) লরোটো হাউস, সেখানে আগে থাকতেন অবিভক্ত বাংলার রাজ্যপাল হেনরি ভ্যান্সিটার্ট। তার পর থাকতেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম চিফ জাস্টিস এলিজা ইম্পে (সঙ্গে ছবি)। বড় উদ্যানবাটির খোলা পার্কে হরিণ চড়ে বেড়াত। রাস্তার নাম তাই রাখা হয় পার্ক স্ট্রিট।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হিঙ্গলগঞ্জ জুড়ে বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি পোস্টারে ছয়লাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: হিঙ্গলগঞ্জ জুড়ে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারির পোস্টার পড়লো। পোস্টারে 'শিরচ্ছেদ করা হবে বিজেপি নেতাদের' বলে সাবধান করা হয়েছে। অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার শাসকদলের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার আটঘড়া যোগেশগঞ্জ রামাপুর-সহ একাধিক জায়গায়। বিজেপি নেতা তরুণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে শিরচ্ছেদের পোস্টার জুড়ে চাঞ্চল্য। সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে লেখা এই পোস্টার। সেখানে লেখা রয়েছে, 'বিজেপি নেতা তরুণ মণ্ডলের শিরচ্ছেদ করা হবে। বিজেপি নেতারা সাবধান।' এই নিয়ে রীতিমতো এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সদস্য তরুণ মণ্ডল বলেন, 'আমি এটা নিয়ে ভাবছি না, নির্বাচন যখন এগিয়ে আসছে তৃণমূল পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে। আগামী দিনে আমরা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে হিঙ্গলগঞ্জের নদীর এপারে সভা করব।' হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূলের শিক্ষক সেলের নেতা তুষার মণ্ডল বলেন, 'কে বা কারা পোস্টার মেরেছে আমাদের জানা নেই। বিশেষ করে সুন্দরবন এ হিঙ্গলগঞ্জ ওইসব জায়গায় বিজেপি দু'চারটে করে ভোট পায়। তাই প্রচারের জন্য পরিকল্পিতভাবে পোস্টার মেরে ও তৃণমূলকে কালীমালিপ্ত করার চক্রান্ত চলছে।' নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিজেপি নেতাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বলে পালটা দাবি তৃণমূলের। তবে পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

অবৈধভাবে পুকুর ভরাট

নির্মাণ কার্য রুখল ভূমি রাজস্ব দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল-সহ খনি অঞ্চল জমি মাফিয়াদের স্বর্গ রাজ্য হয়ে উঠছে দিন দিন, এমনটাই মনে করছেন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। কয়েকদিন আগেই অন্ডালে এই ধরনের এক ঘটনার ছবি সামনে আসে। যেখানে জমির বিনিময়ে একেবারে মোটা অংকের টাকা নেওয়ার পর অন্যকে সেই জমি বিক্রি করার অভিযোগ ওঠে।

রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো অন্ডাল ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় উঠছে বেআইনি নির্মাণ কাজের অভিযোগ। পুকুর, জলাশয় বুজিয়ে অবাধে চলছে নির্মাণ কাজ। অন্ডাল থেকে উখরা যাওয়ার রাস্তায় খান্দরায় রাস্তার পাশে সম্প্রতি একটি পুকুর বুজিয়ে এভাবেই চলছিল নির্মাণ কাজ। পুকুরটি কালী ভাসান পুকুর নামে পরিচিত। অবৈধ নির্মাণ কাজের অভিযোগ পৌছায় অন্ডাল ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তরে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন বিএলআরও অলোক কুমার মল্লিক, ব্লক রেভিনিউ ইনস্পেক্টর পবিত্র মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। সাথে ছিলেন অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক মণ্ডল। আধিকারিকরা যে সময় ঘটনাস্থলে আসেন সেখানে তখনও চলছিল নির্মাণ কাজ। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে নির্মাণ কাজের বৈধ অনুমতি-নথি দেখতে চান আধিকারিকেরা। কিন্তু তাঁরা কোনও নথি দেখাতে পারেননি। এরপরই বিএলআরও অলোক বাবু নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে অবশ্য তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মধ্যক্ষ কৌশিক মণ্ডল বলেন, পুকুরের একাংশ বুঝিয়ে সেখানে নির্মাণ কাজ চলছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি তিনি বিএলআরওকে জানিয়েছিলেন। নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ নথি না থাকায় বিএলআরও কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন বলে জানান তিনি।

রাতভর হাতির তাণ্ডব সোনামুখীতে

ভাঙল একাধিক বাড়ি, তছনছ আলুর জমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা সোনামুখী রেঞ্জের নারায়ণসুন্দরী গ্রামে রাতভর হাতির তাণ্ডবলীলায় ভাঙলো একের পর এক বসতবাড়ি। হাতির দল তছনছ করে দেয় আলু জমির উপর। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বেশ কয়েকদিন ধরেই সোনামুখীর জঙ্গলে বেশ কয়েকটি হাতি রয়েছে। গতকাল আনুমানিক রাতে একটা নাগাদ তিনটি হাতির একটি দল জঙ্গল ছেড়ে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসে। ঢুকে পড়ে নারায়ণ সুন্দরী গ্রামে। সেখানে পরপর তিনটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় ওই হাতির দল। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন তিনটি পরিবার। রাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষজন। এরপর হাতিগুলি চলে যাওয়ার পথে পাশেই থাকা আলু জমির উপর তান্ডব লীলা চালায়। কৃষকদের দাবি, মহাজনের কাছে ঋণ করে তাঁরা আলু চাষ করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই আলু ঘরে তুলতেন। কিন্তু তার আগে আলুর দফারফা করে দিয়ে গেল হাতির দল। এখন তাঁরা মহাজনের ঋণ কিভাবে শোধ করবেন, কিভাবে সংসার চালাবেন কিভাবে আগামী চাষ করবেন এই ভেবেই রাতের ঘুম উড়েছে এলাকার কৃষকদের। অন্যদিকে বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ায় চিন্তিত ওই তিনটি পরিবার। এলাকার মানুষের ক্ষোভ বনদপ্তর হাতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা প্রশ্ন তুলছে, জঙ্গল থেকে কেন লোকালয়ে হাতি চলে আসবে? স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষয়ক্ষতির জন্য বনদপ্তরের ওপর এই ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। সমগ্র বিষয় নিয়ে বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে মুখে কুলুপ এটেছে বন আধিকারিকরা।

লাউদোহা বালিজুরি বাইপাস রাস্তার কাজের শুভারম্ভ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লাউদোহার বালিজুরি ও বনগ্রাম বাইপাস রাস্তার কাজের শুভারম্ভ করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন রাস্তা। বিধায়ক কথা দিয়েছিলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটি রাস্তা সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। সেই মোতাবেক পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটি অঞ্চলে চলছে রাস্তা মেরামতের কাজ। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে এই বনগ্রাম লাউদোহা গ্রাম বাইপাস রাস্তাটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখার্জি, চুমকি মুখার্জি-সহ বিভিন্ন গ্রামবাসীরা। উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, 'পাণ্ডবেশ্বরে কুৎসা নয়, উন্নয়ন হয়। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার প্রত্যেকটি রাস্তা ধীরে ধীরে মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আমাদের একটি মূলমন্ত্র, উন্নয়নে পাণ্ডবেশ্বর, এগিয়ে পাণ্ডবেশ্বর।'

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বরুন্দায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার মৃত্যু হল দুইজনের। মৃতদের নাম পার্থপ্রতিম দেঁড়ে। বয়স ৪৪ এবং শ্রীকান্ত দেয়াসী। বয়স ৪২। এই ঘটনায় বিকাশ পাত্র নামের আরও একজন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ছয়টা নাগাদ এরা দু'জন মুরগি বোঝাই গাড়ি নিয়ে নবাসনের বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় বরুন্দায় জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি একটি চার চাকার গাড়ির পিছনে সরাসরি ধাক্কা মারে। আশপাশের লোকজন বিকট আওয়াজে ছুটে এসে জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে বাগনান হাসপাতালে পাঠায়। পরে তাঁদের উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইস্কো ইস্পাত কারখানার উন্নয়নের জের!

শিক্ষাক্ষেত্রে ধাক্কা, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ৩৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ইস্কো ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। বৃহৎ কর্মসংস্থান, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে স্বপ্ন দেখছে আসানসোলের মানুষ, তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে ধাক্কা। ইস্কো কারখানার অধীনে যে পাঁচটি স্কুল রয়েছে, সেই পাঁচটি স্কুলের মধ্যে চারটি স্কুলকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। আর তার জন্য ইতিমধ্যেই

টেন্ডার ডেকেছে ইস্কো কারখানা কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি স্কুলগুলিতে নতুন করে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা বন্ধ করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি জানাজানি হতেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে বার্নপুর জুড়ে। অভিভাবকদের এই বিক্ষোভের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁরা ইতিমধ্যেই ইস্কো কর্তৃপক্ষকে দাবিপত্র তুলে দিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবার তাই ছাত্রছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিক্ষোভে নামলেন অভিভাবকরা। বার্নপুর গার্লস ও বার্নপুর বয়েজ স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। বার্নপুরে ইস্কো কারখানার অন্তর্গত পাঁচটি স্কুল রয়েছে। বার্নপুর বয়েজ হাই স্কুল, বানপুর গার্লস হাই স্কুল, বার্নপুর বয়েজ জুনিয়র স্কুল, বার্নপুর গার্লস জুনিয়র স্কুল এবং ইস্কো মডেল স্কুল। ইস্কো মডেল স্কুল ছাড়া বাকি যে চারটি স্কুল রয়েছে সেগুলি বাংলা হিন্দি এবং উর্দু মিডিয়াম রয়েছে। এই চারটি স্কুলকেই কার্যত বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে ইস্কো কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে তাঁরা ইতিমধ্যেই দরপত্র ডেকেছে। মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২০০। আগামীতে তাদের কি হবে, এই দুশ্চিন্তা থেকেই অভিভাবকরা বিক্ষোভে নামলেন। তৃণমূল নেতা অশোক রুদ্র বলেন, 'সেইলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জানিয়েছি, যে চারটি স্কুল রয়েছে, এখানে খুব কম খরচে বার্নপুর এলাকার ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারে। সেইলের আধিকারিক কিংবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মীরা তাদের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ায়। স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে তাদের কিছু যায় আসে না। এই চারটি স্কুলে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ঠিকা শ্রমিক, আদিবাসীরা এবং কর্মচারীদের বাড়িতে কাজ করা পরিচারক ও পরিচারিকাদের ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠন হত কম পয়সায়। স্কুলগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হলে সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।'

সন্দেশখালির ঘটনায় গ্রেপ্তার মুসা মোল্লা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: পুলিশের উপর হামলা ও পুলিশ লেখা গাড়িতে ভাঙচুর করার ঘটনার মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা এবার গ্রেপ্তার। এই নিয়ে গ্রেপ্তার বেড়ে দাঁড়াল ১৩ জন। গত শুক্রবার রাতে সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির সংলগ হুলো পাড়া এলাকায় রাতে আদালতের নির্দেশে মুসা মল্লার বাড়িতে

পুলিশ গেলে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায় মুসা মোল্লা ও তার দলবল। আক্রান্ত হন চার পুলিশ কর্মী, ভাঙচুর করা হয় পুলিশ লেখা গাড়িও। সেই ঘটনায় শনিবার গ্রেপ্তার করা হয় ৯ জনকে। রবিবার গ্রেপ্তার হয়ে আরও ৩ জন। সোমবার রাতে মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন।

SBI

এসবিআই তারকেশ্বর এগ্রিকালচার কর্মাশিয়াল ব্রাঞ্চ (০১৮৬৫)
চাউলপট্টি, পো - তারকেশ্বর, হুগলি - ৭১২৪১০
ইমেল - sbi.01865@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স রানু এন্টারপ্রাইজ স্বত্বা : লিয়াকত খান, পিতা মহ সওকত আলি খান,** ঠিকানা : গ্রাম - প্রতিহারপুর, পো রামনগর, থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলি-৭১২৪০১। এ/সি নং ৩২২৭৪৬৪৫৭২৩ (সিসি) শাখা : এসবিআই তারকেশ্বর।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ৩০ **শতক,** তদস্থিত অ্যাসবেস্টস শেড মৌজা : প্রতিহারপুর, জেএল নং ৫৯, আরএস দাগ নং ৩২০, এলআর দাগ নং ৪০৭, এলআর খতিয়ান নং ৬২৭, রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, দলিল নং ৭২৩৮, বুক নং ১, ভলুম নং ১৩৬, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে ২৮, -১৯৮৩ সালের, এডিএসআরও হরিপাল, জেলা হুগলি। **সম্পত্তি মহ সওকত আলি খান, পিতা প্রয়াত দিলওয়ার হোসেন খান এর নামে।**	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৮.১১.২০২৫ এনপিএ তারিখ ২৭.০২.২০২০	এ/সি নং ৩২২৭৪৬৪৫৭২৩ (সিসি) ১৯,৭৩,৮০৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশ পাঁচ টাকা) ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী। আপনারা ১৩.১১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ০৭.০১.২০২৬
স্থান - তারকেশ্বর, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. মেসার্স ঋষি এন্টারপ্রাইস (ইহার ডাইরেক্টর্স/স্বত্বাধিকারী জীতাঞ্জলি মিশ্র মাধ্যমে) 2. জীতাঞ্জলি মিশ্র 3. উমেশ মিশ্র	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ 711204'র চৌহদ্দির মধ্যেই পরিসর নং 40, অভয় গুহ রোড, থানা - বেলুড়, পুরাতন রূপে বালি, জেলা - হাওড়া, ওয়ার্ড নং 25, হওয়া জে.এল. নং 16, আর.এস. দাগ নং 2900 এবং 2901, এল.আর. দাগ নং 3115, 3117, খতিয়ান নং 1329 (পুরনো 1098), হোল্ডিং নং 40 (বিএল-6-এ) সম্বলিত বালি (এম) মৌজা - বারাকপুরে থাকা ও অবস্থিত 8 কাঠা, 3 ছটাক ও 29 বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত অনুপাতিক ভাগীদার যুক্ত একত্রে 1036 বর্গফুটের সুপার বিল্ডআপ এরিয়া থাকা, ইমারতের, 6ষ্ঠ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং 6-এ। সীমানা: পূর্ব - বিল্ডিংয়ের কমন জায়গা (উন্মুক্ত আকাশ); পশ্চিম - কমন লবি এবং ফ্ল্যাট নং 6-বি; উত্তর - পিছনের কমন জায়গা (উন্মুক্ত আকাশ); দক্ষিণ - সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং 6-বি	H1729922 06211121 46 / KOLHL20 000003	13-09-2024	টাঃ1,70,000/-	15-01-2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 15/01/2024 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া হলো টাঃ47,61,257.18/-	টাঃ 17,00,000/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	27.01.2026 বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোড়ে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **24/01/2026**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **27/01/2026**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **28/01/2026**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন এবং অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ, **নাম - শ্রী দিলীপ মিশ্র, এলঅ্যান্ডটি ফিন্যান্স লিঃ, বৃন্দাবন, প্লট নং 177, সিএসটি রোড, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400 098, মহারাষ্ট্র, ভারত, যোগাযোগ নং : 0222-68076666.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক উহার কোনও কারণ আরোপ না করা এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিড/অফার, গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল করতে বা মুলতবি রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 07.01.2026
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

For Sale/ eAuction: Damaged Preform 16 Grm CSD ASSP Clear (GLRD) - 12026.88 kg lying at BENGAL BEVERAGES PVT. LTD, Durgapur Highway, P.O.-Dankuni Coal Complex, Dankuni, Hooghly, West Bengal Contact Person for Physical Inspection - Mr. Arnab Chatterjee - 9836723311. Last Date For Inspection & EMD Deposit - 13.01.2026 & Date Of E-auction -14.01.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And' No Complaint' Basis).

For More details
Www.Salvagemanagers.Com/
Support@Salvagemanagers.Com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট ফিসারমেনস কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিমিটেড (NDFCF Ltd) এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে অত্র সমিতির BOD নির্বাচন উপলক্ষ্যে ০২/০১/২০২৬ তারিখে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৭/০২/২০২৬ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে ২ টো পর্যন্ত সমিতির সভাকক্ষে নির্বাচনের দিন স্থির হয়েছে। যদি কোন সদস্য/সদস্যাদের উক্ত খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তা আগামী ১৬/০১/২০২৬ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে প্রমাণ পত্র সহ উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বিষদ জানার জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/- ARO
NDFCF Ltd, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

কলকাতা ডিভিশনাল অফিস
কলকাতা, পব
ইমেল : kolkatado@kvbmail.com
ফোন নং : ৮৫৮৪৮৯৭৪৯২

সেফ ডিপোজিট লকার ভেঙে খোলার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত লকারধারীগণ জগাছা এবং এনএস রোড শাখা থেকে নিরাপদ আমানত লকার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুনর্নবীকরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বারবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও। যেহেতু লকারধারী লকার ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ২১.০১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টায় সংশ্লিষ্ট শাখা প্রাঙ্গণে লকার ভাঙতে বাধ্য।
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লকারধারী/আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য এই পাবলিক নোটিশ।
অধিকন্তু, কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি. কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই লকার ভেঙে খোলার তারিখ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অধিগ্রহণকারীর নাম	লকার নং	বকেয়া পরিমাণ (টা)
১	জগাছা	বর্ণালী কুন্ডু	3105004A059	৭০৮০
২	জগাছা	পাপিয়া চ্যাটার্জি	3105006A024	৭০৮০
৩	জগাছা	সোমনাথ ব্যানার্জি	3105005C063	১১৮০০
৪	জগাছা	পাপিয়া হাইত	3105004A035	৭০৮০
৫	জগাছা	অস্মিতা ঘোষ	3105005C077	১১৮০০
৬	এনএস রোড	হোজেফা মোইজভাই পাটানওয়ালা	3114001B010	৫৩১০

তারিখ : ০৬.০১.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
কারুর বৈশ্য ব্যাংক লি.

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	ওয়াই পদ্মাবতী	১৭৪৬৯	৩৪০৭	৬২৫৫৫০১-৬২৫৭২৫০	১৭৫০
২.	প্রদীপ রায়	১০১৯১	২০০৫	৩৭২৯৫০১-৩৭৩১২৫০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৮৪৮

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ **২৪.১০.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতার ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ **সমীর সেন (ঋণগ্রহীতা)** এবং **শিখা সেন (সহ-ঋণগ্রহীতা)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,২৭,৩০১.৫৬ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতাশ হাজার তিনশ এক টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা** ১০.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর **২৫,২৭,৩০১.৫৬ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতাশ হাজার তিনশ এক টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা** ১১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.০৮.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ।
ঋণগ্রহীতার ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ৮৭৩৩-২০০৬ সালের, ২১৭৫-২০০৯ সালের এবং ৩০৫২-২০১৩ সালের সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২ কাঠা ২৮ ছটাক এবং তদস্থিত নির্মাণ, হোল্ডিং নং ৩১, বীরাডিঙ্গি ৪র্থ বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৫০, জেএল নং ১০১, এলআর দাগ নং ২৮৮৮, এলআর খতিয়ান নং ১৭১৫৩ এবং ১১৬৪৩, মৌজা : বালটিকুরি, থানা : জগাছা, জেলা হাওড়া, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর জমি। **দক্ষিণে :** পদ্ম রাণি দত্ত এর সম্পত্তি। **পূর্বে :** শ্রী সাহা এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৪ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। এবং তদস্থিত একতাল নির্মাণ/সমূহ এবং সংস্থাপন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।

তারিখ : ০৭.০১.২০২৬
স্থান : বালটিকুড়ি, জেলা - হাওড়া

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

EXIT OFFER FOR THE ATTENTION OF RESIDUAL SHAREHOLDERS OF
JAIN TUBE COMPANY LIMITED
Corporate Identity Number: U25111DL1964PLC004235
Registered Office: B-292, Office No. 202, Second Floor, Chandra Kanta Complex, New Ashok Nagar, Delhi-110096, India
Telephone No.: +91 7428860315; **Website:** www.jaintubes.in;
E-mail ID: jaintubes.india@gmail.com

This Exit Offer Public Announcement (**"Exit Offer PA"**) is being issued in continuation to the earlier announcement made on April 04, 2025, July 01, 2025 and October 05, 2025 with regard to the Voluntary Delisting of Jain Tube Company Limited (**"Company"**) from The Calcutta Stock Exchange of India Limited (**"CSE"**), intimating about the Exit Offer being given to the remaining Public Shareholders (**"Residual Shareholders"**) who continue to hold Equity Shares after the Delisting offer and wish to tender their equity shares to the Acquirers at an exit price of Rs 541/- per Equity Share (**"Exit price"**) from Thursday, January 16, 2025 to Friday, January 15, 2027 (**"Exit Window"**). The Exit Letter of Offer along with the exit application form (**"Exit Letter of Offer"**) is being sent to the Residual Shareholders on 06.01.2026. The payment shall be made on a monthly basis, within 10 working days from the end of the relevant calendar month in which the Exit Application Form has been received from the Acquirer (**"Monthly Payment Cycle"**).
Kindly access the Exit Letter of Offer along with the exit application form (**"Exit Letter of Offer"**) from the website of the Company at www.jaintubes.in, website of the Registrar at www.alankit.com and website of the Manager to the Offer at www.corporateprofessionals.com or scan the below link:

(Please scan this QR code for reading the Exit Letter of Offer)
In case of any further details or query, you may contact the Manager to the Exit Offer or Registrar to the exit offer as per the details specified below:

Manager to the Exit Offer	Registrar to the Exit Offer
Corporate Professionals **CORPORATE PROFESSIONALS CAPITAL PRIVATE LIMITED** D-28, South Extension Part-1, New Delhi – 110049, India **Contact Person:** Ms. Anjali Aggarwal **Telephone:** 011-40622230/40622209; **Email:** mb@indiacp.com **Website:** www.corporateprofessionals.com **SEBI Registration No.:** INM000011435 **Validity Period:** Permanent **CIN:** U74899DL2000PTC104508	Alankit **ALANKIT ASSIGNMENTS LIMITED** 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India **Contact Person:** Mr. Virender Sharma **Telephone:** +91 8929955302 **Email:** virenders@alankit.com **Website:** www.alankit.com **SEBI Registration No.:** INR000002532 **Validity Period:** Permanent **Corporate Identity Number:** U74210DL1991PLC042569

For Acquirers
Sd/-
Sushil Jain
Acquirer 1

Sd/-
Ishaan Jain
Acquirer 2

Place: New Delhi
Date: January 06, 2026

অভিষেক সফরের আগে ঠাকুরবাড়ি-সহ ঠাকুরনগর এলাকা পরিদর্শন প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: একদিকে যখন হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজো নিয়ে অবস্থানে অনড় শান্তনু ঠাকুর। ঠিক সেই সময় আগাম ঠাকুরবাড়ি-সহ ঠাকুরনগর এলাকা পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রস্তুতি বৈঠক করলেন মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে।

প্রসঙ্গত, আগামী ৯ জানুয়ারি ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরনগর হাই স্কুল মাঠ এবং ঠাকুরবাড়িতে পরিদর্শন করেন তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও মমতাবালা ঠাকুরের মতুয়া সংঘের প্রতিনিধিরা। পরবর্তীতে মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মহাসংঘের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে প্রস্তুতি বৈঠক করেন এবং ঠাকুরনগর হাইস্কুল মাঠে প্রশাসনিক আধিকারিকরা আরও একটি বৈঠক করেন। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসার জন্য দুটো রুট ভাবা হচ্ছে। আবহাওয়া ভালো থাকলে তিনি হেলিকপ্টারে আসবেন। যদি আবহাওয়া অসুবিধা করে তাহলে সড়ক পথে আসবেন। সেই বিষয়ে এদিন বৈঠক হল এবং কোথায় হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড তৈরি করা হবে সেই জায়গা দেখা হল।' শান্তনু ঠাকুরের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে আসবেন। পুজো দিয়ে চলে যাবেন। আমরা আমাদের কাজ করছি। যার যা কাজ সে তাই করবে।' মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সকলের সঙ্গে মৌখিকভাবে কথা হয়েছে। আমরা একটি বার্তা পাঠিয়েছি যাতে ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে কাউকে বাঁধা না দেওয়া হয়। তবে অফিশিয়ালভাবে এখনও কোনও কথা হয়নি।' তবে এদিনও শান্তনু ঠাকুর নিজের অবস্থানে অনর থেকে বলেন, 'স্বাভাবিকভাবে পুজো দিতে আসলে আপত্তি নেই। প্রভাব খাটালেই সমস্যা। ঠাকুরবাড়ি নাকাবন্দি করলে, যাতায়াতের অসুবিধা করলে, আমরা তার প্রতিবাদ করবই।'

কালিয়াচকে ফের শুটআউট! গুলিবিদ্ধ ১, আহত আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও বছরের শুরুতেই শুট আউটের ঘটনা ঘটলো কালিয়াচকের। এবারে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একজন। আর তাঁকে বাঁচাতে এসে ধরালো অস্ত্র ও বন্দুকের বাটের আঘাতে জখম হয়েছে আরও দুইজন। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনজনকেই ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, একজনের পিঠের নিচের দিকে গুলি লেগেছে। অপর দু'জন ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম রয়েছেন। ৭২ ঘণ্টা না কাটলে তিনজনের শারীরিক অবস্থা বলা সম্ভব নয়। মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার কাশিমনগর নিচুপাড়া এলাকায়। দুষ্কৃতীদের ব্যবহৃত বন্দুকটি এখনো উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ বলে জানা গিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, কয়েকদিন আগে দুটি পাড়ার ক্রিকেট খেলাকে ঘিরেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ কাশিমনগর নিচুপাড়া এলাকার হামলাকারী বাবর আলি ও তার ছেলে হেদায়েত আলির খোঁজ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম জামালুদ্দিন শেখ (৪০)। তার ছেলে সামিম শেখ (১৮) এবং ভাইপো সাদ্দাম শেখ (২৫)। এদের বাড়ি কালিয়াচক থানার নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াগ্রাম এলাকায়। পেশায় জারবন্দিপানীয় জল বিক্রেতা জামালুদ্দিন শেখকে কাশিমনগর নিচুপাড়া এলাকায় ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে বাবর আলি এবং তার ছেলে হেদায়েত আলি সহ তার দলবল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে ছেলে সামিম এবং ভাইপো সাদ্দাম ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদেরকেও বাবর আলির দলবল ধারালো অস্ত্র ও বন্দুকের বাঁশ দিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ।

পুলিশকে অভিযোগে গুলিবিদ্ধ জামালুদ্দিনের এক দাদা সাজিরুদ্দিন হক জানিয়েছেন, চারদিন আগে এলাকায় ছোটদের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়েছিল। নয়াগ্রাম বনাম কাসিমনগরের খেলা হয়। এই খেলাটি হচ্ছিল কাশিমনগর নিচুপাড়া এলাকার খেলার মাঠে। আর সেই ক্রিকেট খেলাকে ঘিরেই মাঠে চরম গোলমাল হয়েছিল। সেই সময় ওরা হামলা চালিয়েছিল। ছোটদের গোলমাল তখনকার মতোন আমরা মিটিয়ে নিই এবং যারা বেশি গোলমাল করছিল তাদেরকে গ্রামের লোক আটকে ক্ষমা চাওয়ায়। এরপর ওরা পাল্টা বদলা নেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

সাজিরুদ্দিন হক পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, 'আমার ভাই জামালুদ্দিন জারবন্দী জলের ব্যবসা করে। পাশের গ্রামে বাবর ফোন করে কয়েক জার জল পাঠাতে বলে। আর তখনই ওখানে গেলে ভাইকে গুলি করে খুনের চেষ্টা চালানো হয়। এরপর আমার দুই ভাইপো ঘটনাস্থলে গেলে তাদেরও কুপিয়ে খুনের চেষ্টা চালানো হয়। পুরো বিষয়টি নিয়ে বাবর ও তার ছেলে হেদায়েতের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দাঁয়ের করা হয়েছে।'

এদিকে গত বছরের মতোনও নতুন বছরেও শুরু হতেই শুট আউটের ঘটনা যেন উত্তেজনা ছড়িয়েছে মালদায়। ২০২৫ সালের বছর শুরুতেই ২ জানুয়ারি গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন তৃণমূলের জনপ্রিয় নেতা বাবলা সরকার। ঠিক একইভাবে এই বছরের প্রথম সপ্তাহে শুটআউটের ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দুটি গ্রামের কোনও বিবাদকে ঘিরেই এই গোলমালটি হয়েছে। তবে তার সূত্র ক্রিকেট খেলা কিনা তা পরিষ্কার নয়। ইতিমধ্যে হামলাকারীদের খোঁজ শুরু করা হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিনগর: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তাল হল মুর্শিদাবাদ। বিধায়ক অনুগামীদের হাতে প্রহৃত হলেন দলের প্রাক্তন ব্লক যুব সভাপতি মিজান হাসান। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রানিনগর বিধানসভা এলাকায়। গুরুতর জখম মিজান হাসানকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, 'ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।'

জানা গিয়েছে, তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক যুব সভাপতি মিজান হাসানকে মারধরের অভিযোগ উঠল রানিনগর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন অনুগামীদের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের রানিনগর বিধানসভার রানিনগর ২ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি মিজান হাসানকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি শাহ আলম সরকারের অনুগামী হিসেবেই পরিচিত রয়েছেন প্রাক্তন যুব সভাপতি মিজান হাসান। আর প্রাক্তন ব্লক সভাপতি শাহ আলম সরকার বনাম রানিনগর বিধানসভার বিধায়কের অনুগামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের পুরাতন। আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি এলাকা থেকে মিজানকে উদ্ধার করে গোধনপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় রয়েছে পুলিশ। তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন বলেন, 'আজ সকালে চায়ের দোকান থেকে ঘটনার সূত্রপাত। সবটা আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। আমি নিজে পুলিশকে তদন্ত করে দেখতে বলেছি।' জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, 'সৌমিক হোসেন ও শাহ আলমের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘদিনের। সৌমিক হোসেন গুরুত্ব হারাচ্ছে। তাই তৃণমূলের এই দ্বন্দ্ব।'

আজ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে অভিষেকের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কুমারগঞ্জের ডাঙারহাট এলাকায় আগামী ৭ জানুয়ারি সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ইতিমধ্যে প্রশাসন ও পুলিশের তরফে সভাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শুনানিতে (স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ডাক পাওয়া মানুষের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পাশাপাশি নথি থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৬ মাস জেলে থাকা দুই পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গেও দেখা করার কথা রয়েছে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের।

অন্যদিকে, এসআইআর আতঙ্কে কুমারগঞ্জের এক বৃদ্ধা ওসমান মন্ডল সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন বলে তাঁর পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁর পরিবারের সঙ্গে অভিষেক দেখা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগঞ্জ ব্লক সভাপতি গণেশ দাস জানান, 'আগামী ৭ জানুয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুমারগঞ্জে আসার কথা রয়েছে।' অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা ও আইনজীবী সুভাষ চাকি বলেন, 'এই সফর শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এসআইআর প্রক্রিয়ার ফলে প্রকৃত ভোটাররা যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তা সরাসরি শোনার ইচ্ছা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।'

জামালপুরের বিডিওর মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জামালপুরে বহু সময় বিডিও পার্থ সারথিদের মানবিক মুখ দেখছেন জামালপুরবাসী। তিনি প্রচারের আলোয় না এসে বহু দুঃস্থ পরিবারের সন্তানের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সারা রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর-এর হিয়ারিং ও ভেরিফিকেশনের কাজ। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরেও চলছে এই কাজ। সকাল থেকে শুরু হয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে কাজ সম্পন্ন হতে। ৫ জানুয়ারি জামালপুর ব্লকের জৌগ্রাম অঞ্চলের হিয়ারিং ও ভেরিফিকেশনের কাজ মিটতে প্রায় রাত আটটা বেজে যায়। রাত আটটার সময় দেখা যায়, জনা দশেক মানুষ ব্লক অফিসে সবে মাত্র হিয়ারিং শেষ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক তখনই মানবিক মুখ নিয়ে এগিয়ে আসেন ব্লকের বিডিও পার্থসারথী দে। এই প্রচণ্ড শীতে মানুষগুলোর যাতে বাড়ি পৌঁছাতে অসুবিধা না হয় তাঁদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। পার্থ বাবু জানান, রাত আটটার সময় তিনি দেখেন মানুষ গুলো শীতে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত গাড়ির ব্যবস্থা করেন। যাতে মানুষগুলো নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে বাড়ি পৌঁছাতে পারেন। বিডিও সাহেবের এই ভূমিকায় অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানান ওই মানুষগুলি।

কুমারগঞ্জে বেআইনি গাছ কাটার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের পানপাতা এলাকায় বন দপ্তরের অনুমতি না নিয়ে লক্ষাধিক টাকার গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পানপাতা এলাকার রায় পুকুরের পাড়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গাছ কাটা হচ্ছিল দুই দিন ধরে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের অভিযোগ রামপদ মণ্ডল নামে এক গাছ কেটে বিক্রি করেন বনদপ্তরের অনুমতি না নিয়েই। বর্তমান আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত গাছ হলেও যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদ সেহেতু বন আইন মেনে গাছ কাটতে হবে এবং বন দপ্তরের অনুমতি নিতে হবে। গাছ কাটার পাশাপাশি গাছ লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে উনি কিছু করেননি বলে অভিযোগ। এই জন্য গোঘাটের কুমারগঞ্জে বেআইনি গাছ কাটার অভিযোগে হইচই পড়ে যায়। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি তোলে স্থানীয় মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনুমতি ছাড়াই একাধিক বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এলাকার মানুষজন। তাঁদের দাবি, দুই দিন ধরেই ওই এলাকায় গোপনে গাছ কাটা চলছিল। সম্প্রতি, বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের কাছে বারবার জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের আরও দাবি, গাছ কাটার ফলে শুধু পরিবেশের ক্ষতিই নয়, এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং জলস্তর নীচে নামার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বেআইনি গাছ কাটার প্রমাণ মিললে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বিষয়ে আরামবাগের ফরেস্ট অফিসার আসরাফুল ইসলাম বলেন, 'বদনগঞ্জ বিট হাউসকে জানানো হয়েছে। তদন্ত করে বিষয়টি দেখা হবে।' এই বিষয়ে

কুমারগঞ্জ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শতরুপ দোজা বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকেও কোনও ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি। বন দপ্তরেও জানায়নি। কিভাবে গাছ কাটা হল জানি না। এর সঠিক তদন্তের দরকার।' অপরদিকে গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, 'গাছ কাটার অভিযোগ সর্বত্র। তৃণমূল প্রধান থেকে কর্মী সবাই গাছ কেটে বিক্রি করছে। শুধু গাছ নয়, ইট, বালি পাথর সব বিক্রি করে দিচ্ছে। ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটে মানুষ জবাব দেবে।'

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের প্রধান রাস্তা হল বাদশাহী সড়ক। বর্তমানে সেই রাস্তা মরণ ফাঁদ পরিণত হয়ে উঠেছে। রাজ্য স্তার বেহাল দশার কারণে প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার এক দশম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু হয় সড়ক দুর্ঘটনায়। জানা গিয়েছে, একটি ট্যাঙ্কারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম সাবির আলী চৌধুরী (১৫) পদিমপুরে উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, রাস্তাটির অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত খারাপ। যার কারণে নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। পাশাপাশি এলাকায় একটি স্পিড ব্রেকার করার দাবি জানিয়েছেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। পুলিশ এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে রাস্তার অবরোধ উঠে যায়।

উত্তরপাড়ায় আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন কোন্নগর হাই স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ায় আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্ট আটটি টিম নিয়ে হয়। উত্তরপাড়ার ভদ্রকালীর শিবাজী স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার বিকালে ভদ্রকালী উদয় সংঘের মাঠে ফাইনাল খেলা হয়। উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুল বনাম কোন্নগর হাই স্কুলের মধ্যে খেলা হয়। ফাইনালে ৩-১ গোলে মাখলা হাইস্কুলকে পরাজিত করে বিজয়ী হয় কোন্নগর হাই স্কুল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় তথা মোহনবাগানের বিখ্যাত গোলকিপার দেবাশিস মুখার্জী। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব-সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বাংলার ফুটবলার সন্দীপ খান। খেলা দেখতে ভিড় হয় মাঠ চত্বরে। খেলা প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার তথা মোহনবাগানের বিখ্যাত গোলকিপার দেবাশিস মুখার্জী বললেন, 'শিবাজী স্পোর্টিংয়ের এটা একটা ভালো উদ্যোগ। আগামী দিনে এই টুর্নামেন্ট আরও বড় করতে পারলে ভালো। চ্যাম্পিয়ন কোন্নগর হাইস্কুল ভালো খেলেছে। প্রমোটিংয়ের জন্য বড় মাঠ একদম আর দেখা যায় না। কি করে খেলবে ছেলেরা?' এরপর রাজ্যের ফুটবল নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। দেবাশিস বাবু বলেন, 'অপদার্থ আইএফএ ও এআইএফএফ ভারতের ফুটবল পরিকাঠামো শেষ করে দিয়েছে। এরজন্য বাংলার ফুটবল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বছরে আড়াই মাস খেলা বাদ বাকি ৯ মাস ছেলেরা কোথায় খেলবে? এখন ফুটবল লিগ নিয়ে কোনও আলোড়ন নেই। কাগজেও খবর বেরোয় না। তিন প্রধান ক্লাব বাঙালি ফুটবলার ছেড়ে ভিন রাজ্যের ফুটবলার নিয়ে আসছে বাংলার ফুটবলারদের সুযোগ দেয় না। ভারতের ফুটবলটাই শেষ হয়ে গিয়েছে।' এই প্রসঙ্গে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, 'ছেলেরা খেলতে চাইলে তাঁদের খেলতে দিতে হবে, অভিভাবকদের সেটা বুঝতে হবে। আশা করি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফুটবলের উন্নতি সাধনে আরো পরিকাঠামো উন্নত করবে।'

অপদার্থ আইএফএ ও এআইএফএফ বাংলা ও ভারতের ফুটবল নষ্ট করে দিল, বললেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল দেরি

তারকেশ্বরে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে ঢুকে বিক্ষোভ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আপ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল দেরিতে আসায় মঙ্গলবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল যাত্রীদের। নিত্যদিন লেট করছে লোকাল ট্রেন। চরম ভোগান্তি নিত্যযাত্রীদের। তারকেশ্বর স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীরা। অভিযোগ, আপ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল, শেওরাফুলী থেকে সকাল ৫টা ১৫ ছাড়ার পর তারকেশ্বরে ঢোকার কথা সকাল ৬টা ০৫-এ। ওই ট্রেনটি ডাউন তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল ৬টা ২০-এ তারকেশ্বর স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়। বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রায় ৩০ মিনিট করে দেরিতে ঢুকছে ট্রেনটি। যার জেরে যারা ডাউন তারকেশ্বর-হাওড়া লোকালের নিত্যযাত্রীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। মঙ্গলবারও প্রায় ৩০ মিনিট দেরিতে তারকেশ্বরে ঢোকে আপ শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লোকাল। এরপরই ডাউন তারকেশ্বর-হাওড়া লোকালের নিত্যযাত্রীরা স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান। রোজ ট্রেন দেরিতে ঢোকার কারণ জানতে চান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিত্যযাত্রীদের বিক্ষোভ চলে।

সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ থিমের মাধ্যমে বাণী বন্দনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের থিমের মাধ্যমে বাণী বন্দনা। শুরু হল তারই প্রস্তুতি। দুর্গাপুরের পথ নগরীর চণ্ডীদাসের বিবেকানন্দ অ্যাথলেটিক ক্লাবের সরস্বতী পুজোয় অভিনব উদ্যোগ। আট বছরে পদার্পণ করতে চলেছে এই পুজো। মঙ্গলবার বিকেলে খুঁটি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য বান্টি সিং, মানস অধিকারী ও পূর্ণেন্দু চট্টরাজ। দেবাংশু রায়ের উদ্যোগে এই পুজো পরিচালনা হয়। কোর কমিটির সদস্য মানস অধিকারী

বলেন, 'এই থিমের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। পুজোর দিনগুলিতে নানান সামাজিক কর্মকাণ্ড করা হয়। এবারেও বিশেষ অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন। সব মিলিয়ে সরস্বতী পুজায় চার দিন ধরে মাতোয়ারা হবে গোটা এলাকার মানুষ।'

জামবনিতে বন্দুক ঠেকিয়ে লক্ষাধিক লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার দুপুরে জামবনি থানা এলাকার বাহিরগ্রামের জঙ্গলে এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জামবনির একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের শাখা থেকে গ্রাহকদের ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা তোলেন ওই ব্যাংকের ঘুটিয়া কিয়স্ক সেন্টারের এজেন্ট সুব্রত সিংহ। টাকা নিয়ে যাওয়ার পথে জঙ্গলে ফিল্মি কায়দায় তাঁর উপর হামলা চালায় একটি বাইকে আসা তিনজন দুষ্কৃতী। তাদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক হাতাহাতি চলার পর দুষ্কৃতীরা বন্দুক বের করলে সুব্রতবাবু তা লাথি মেরে ফেলে দেন। এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি চলে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের টাকা রক্ষা করতে পারেননি আহত সিএসপি'র এজেন্ট। এলাকার মানুষ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দুষ্কৃতীরা টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ছিনতাইয়ের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত সুব্রতবাবুকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার পর জামবনি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বজ্রপাতে অকালে চলে যাচ্ছে প্রাণ! তালগাছের প্রচারে উদ্যোগী শিল্পী মহল

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: 'তুমি যদি চাও গড়তে/গ্রাম মৃত্যুহীন বজ্রপাতে/জলসমৃদ্ধ সবুজ করে/নিজেদের গ্রাম গড়তে/ জোর দাও তালগাছে /জোর দাও তালগাছে।' এভাবে গ্রামে গ্রামে তালগাছ ফিরিয়ে আনার আবেদন নিয়ে সরব হতে দেখা যায় একঝাঁক শিল্পীকে। মঙ্গলবার 'জল সমৃদ্ধ ও সবুজ গ্রাম গড়তে তালগাছ লাগান' শিরোনামে এক কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শালতোড়ায়। এই কর্মশালা তাল গাছের গুরুত্ব নিয়ে গান ও নাটক তৈরি করে সেগুলি পরিবেশন করা হয়। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের অঙ্গ হিসাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পী গানের প্রশিক্ষিকা সঙ্গীতা ধর ও নাটক প্রশিক্ষিকা একতা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'তাল গাছ ভূমি ক্ষয় ও ধসনামা ঠেকায়, ভূগর্ভস্থ জল স্তর বাড়ায় ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তাল গাছের শিকড় মাটির অনেক নীচ পর্যন্ত প্রবেশ করে বাঁধ ও নদীভাঙন আটকায়। তালগাছ অতি উঁচু হওয়ায় বজ্রপাত এই গাছে পড়ে মাটিতে চলে যায়। মাথা পেতে বজ্রপাত নিয়ে প্রথম শহিদ হয় তালগাছ। ফাঁকা মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে অনেক কৃষকের মৃত্যু হয়। তালগাছের মতো উঁচু গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এঘটনা ঘটছে।' এসব সুবিধার কথা তুলে ধরে গান ও নাটক লেখা ও পরিবেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জেলার বিভিন্ন ব্লকের শিল্পীরা এতে অংশ নিয়েছিলেন। এই শিল্পীদের নিয়ে এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বজ্রপাতের মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে

প্রাকৃতিক সুরক্ষা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তাল গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বজ্রপাতে প্রতি বছর এরাজ্যে প্রায় ৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়। এই কর্মসূচিকে বজ্রপাতের প্রকৃতি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলেও বন বিভাগ মনে করছে। তাল গাছ বজ্র বা বিদ্যুৎ-এর এক উত্তম কার্যকর পরিবাহী হিসেবে কাজ করে এবং বজ্রপাতকে মানুষের কাছে আসতে দেয় না।

রাজ্য বন বিভাগ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পূর্ব বর্ধমান তিন জেলায় আগামী বর্ষার আগে কমপক্ষে ৭৫ হাজার তাল গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। এই পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে বাঁকুড়া পুরুলিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানের রাজ্য স্তার পাশে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার জুড়ে তাল চারা লাগানো হবে। প্রায় চার মিটার ব্যবধানে চারা রোপণ করা হবে। বীজ সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। তবে তাল গাছ লাগানো বজ্রপাতের হতাহতের সংখ্যা কমানোর দ্রুত সমাধান নয়। একটি তাল গাছ সম্পূর্ণ রূপে বড় হতে প্রায় ৩০ বছর সময় নেয়। তবে, এক দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হয়ে উঠতে পারে কারণ বড় হয়ে ওঠার পর ৪০ বছর পর্যন্ত ফলন অব্যাহত রাখে। মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় ও শিল্পী স্বস্তি চ্যাটার্জি বলেন, 'গত কয়েক বছরে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বজ্রপাতের ঘটনা বেড়েছে। তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি, নগরায়ণ এবং চাষের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো এবং গাছ ও বন ধ্বংশের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাল গাছ বজ্রপাত থেকে জীবন রক্ষা করতে পারে। কারণ এটি একটি লম্বা পরিবাহী বস্তু। যা সব গাছকে ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে। একটি তাল গাছ ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। অন্যদিকে এই গাছের মূল মাটির গভীরে যায় যা প্রাকৃতিক আর্থিংয়ের মতো কাজ করে। সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পী গানের প্রশিক্ষিকা সঙ্গীতা ধর ও নাটক প্রশিক্ষিকা একতা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'তাল গাছ গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে নীবিড় ভাবে জড়িত। এই গাছ থেকে রস, গুড়, মিছরি, পাটালি, তালশাঁস পেয়ে থাকেন গ্রামের মানুষ। তালের ক্ষীর, রুটি, পায়েস ও পিঠা-সহ বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়। তালের এসব খাবারে ভিটামিন এ, বি, সি, জিঙ্ক, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট থাকে। তালপাতার চাটাই, মাদুর, বসার আসন ও তালপাখা গ্রামবাংলার প্রতিটি পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। তালপাতার পুতুল, চরকা বা ফিরফিরি ছিল শিশুর খেলার সাথী। প্রাচীনকালের তালপাতার পুঁথির কথা সকলের জানা। মাটির বাড়িতে তালপাতার ছাউনি ছিল অতি প্রচলিত। তাল গাছ বাবুই পাখিদের প্রিয়। এপর্যন্ত তালগাছ ছিল ভালবাসার। কিন্তু মানুষ তাল গাছের গুঁড়ি কেটে ব্যবহার করতে শেখার পর সমস্যা শুরু হতে থাকে। প্রথমদিকে তাল গাছের গুড়ি কেটে জল পারাপার ও মাছ ধরার জন্য তৈরি করা হল ডিঙি। জমিতে জল সেচের জন্য দোনী। কোঠা ঘর তৈরি করতে তালগাছের লম্বা গুঁড়ি কেটে তৈরি করা হল বীম বা কড়িবরগা। এসময় থেকে শুরু হয় ব্যাপক হারে তালগাছ কাটা ও নতুন নতুন ধরনের ব্যবহার। তখন থেকে সমস্যা শুরু হয়। তাই কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে প্রচারে আনার উদ্যোগ নিয়েছি।' তাঁরা আরও বলেন, 'বিভিন্ন লোকাচারে জড়িয়ে ছিল তালগাছ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে সোনার তালগাছ তারই প্রমাণ বহন করে। কৃষ্ণের দাদা বলভদ্রের রথের নাম রাখা হয়ে ছিল তালধ্বজ। এই লোকাচারগুলিকেও প্রচারে আনতে চলেছি। সারা বছর ধরে এই প্রচার চালানো হবে।'

শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি আট রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি: উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আটটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেগুলি হল, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়। অন্য দিকে, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ডে ভারী তুষারপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার থেকে এই পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে মৌসম ভবন জানিয়েছে। তবে শুধু শীতের দাপটই নয়, তার সঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশের কিছু কিছু অংশে।

ঘন কুয়াশা আর শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় মধ্যপ্রদেশের ২৪টি এবং রাজস্থানে ২০ জেলায় স্কুল বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের বেশির ভাগ শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে গিয়েছে। সোমবার ছতরপুরের নওগাঁওয়ে তাপমাত্রার পারদ ১ ডিগ্রিতে ঠেকেছিল। অন্য দিকে, রাজস্থানের সাতটি শহরে রাতের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে যাচ্ছে গত দু'দিন ধরে। মাউন্ট আবুতে টানা তিন দিন তাপমাত্রা শূন্যের নীচে ছিল। ভোপাল, খাজুরাহো-সহ বেশ কয়েকটি শহরে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নীচে নেমে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ৩০টিরও বেশি জেলায় কুয়াশার দাপট জারি ছিল। শহাডোলের কল্যাণপুরে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শীতের দাপটে জবুথবু বিহার। ৮ জানুয়ারি থেকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, কুয়াশার দাপটও চলবে বেশ কয়েকটি জেলায়।

উস্কানিমূলক স্লোগান

জেএনইউ পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি: খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে 'উস্কানিমূলক' এবং 'আপত্তিকর' স্লোগান উঠেছে জেএনইউ ক্যাম্পাসে! ঘটনায় এ বার এফআইআর দায়ের করতে চেয়ে দিল্লি পুলিশের শরণাপন্ন হলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

দিল্লি পুলিশকে লেখা চিঠিতে অদিতি মিশ্র, গোপিকা বাবু, সুনীল যাদব, দানিশ আলি, সাদ আজমি, মেহবুব ইলাহি, শুভম, পকীজা খান-সহ একাধিক পড়ুয়ার নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, উল্লেখিত পড়ুয়ারা সকলেই ওই জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পাসের ঘটনায় এফআইআর দায়ের করতে চেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে দিল্লির বসন্ত কুঞ্জ থানার স্টেশন হাউস অফিসারকে চিঠি লিখেছেন জেএনইউ-এর মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিক। অভিযোগ, ২০২০ সালের দিল্লি হিংসার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মূল অভিযুক্ত তথা জেএনইউ-এর দুই প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের জামিন খারিজ করে দেওয়ার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল ছাত্র ক্যাম্পাসে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সবরমতী হস্টেলের বাইরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে বিতর্কিত স্লোগানও তুলেছেন তাঁরা। সোমবার রাতের সেই বিক্ষোভের নানা ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে। সেই নিয়ে নতুন করে বিতর্ক ও শুরু হয়েছে নানা মহলে।

কর্তৃপক্ষের তরফে চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'এ ধরনের স্লোগান তোলা গণতান্ত্রিক ভিন্নমতের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পাশাপাশি, এগুলি জেএনইউ-এর আচরণবিধি লঙ্ঘন করে। প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক নিরাপত্তাকেও মারাত্মক ভাবে ব্যাহত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ওই স্লোগানগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে তোলা হয়নি বরং ইচ্ছাকৃত এবং সচেতন ভাবেই এই কাজ করা হয়েছে।'

অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে আরও কড়া ব্রিটেন

নিউ ইয়র্ক, ৬ জানুয়ারি: অবৈধ অভিবাসীদের দেশছাড়া করতে কার্যত আমেরিকার পথেই হেঁটেছে ব্রিটেন! লেবার পার্টির সরকারের দেশজুড়ে তল্লাশি অভিযানে গ্রেপ্তার ও স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে প্রায় ২০ হাজার অবৈধ অভিবাসীকে। একাধিক বিলও পাশ হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এই পরিস্থিতিতে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে আরও কড়া কিয়ের স্টারমারের সরকার। গ্রেপ্তারির আগেই এবার অবৈধ অভিবাসীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা যাবে মোবাইল এবং সিম কার্ড। সম্প্রতি এমনই নিয়ম এনেছে ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

তাঁদের যুক্তি, দেশে অবৈধ অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব পাচারকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব পাচারচক্রের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের খুঁজে বের করতেই কড়া এই নিয়ম আনা হয়েছে বলে খবর। এর ফলে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন সরকারি আধিকারিকরা।

সাম্প্রতিক অতীতে ইংলিশ চ্যানেল পার করে প্রায় ৫০ হাজার শরণার্থী লন্ডনে পা রেখেছেন, যাঁর মধ্যে প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার গত বছরেই। অবৈধভাবে তাঁদের ইংলিশ চ্যানেল পারে সাহায্য করছে ব্রিটিশ চোরাচালানকারীদের ছোট ছোট বোট। তাতেই বিরক্ত স্টারমার। তাই এবার থেকে অবৈধভাবে ইংলিশ চ্যানেল পার করে ব্রিটেনে পা রাখা অভিবাসীদের মোবাইল এবং সিমকার্ড বাজেয়াপ্ত করা হবে।

এনকাউন্টারে খতম গণধর্ষণে অভিযুক্ত

লখিমপুরখেরির দিয়ারা সেতুর কাছে লাম্ভুয়া এলাকায় দুই সঙ্গী সলমান ও মুখতারের সঙ্গে জরো হয়েছে তালিব। দ্রুত সেখানে পৌঁছয় পুলিশের একটি দল। তার দিয়ারা সেতুর কাছের এলাকা ঘিরে ফেলে।

লখনউ, ৬ জানুয়ারি: যোগীরাজ্যে ফের এনকাউন্টারে খতম গ্যাংস্টার। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে দুই কিশোরীকে ধর্ষণে অভিযুক্তের নাম তালিব ওরফে আজম খান। মাথার দাম ছিল এক লক্ষ টাকা। ধর্ষণ ছাড়াও গোহত্যা, ডাকাতি এবং গাড়িচুরি-সহ ১৭টি অপরাধের মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। লখিমপুরখেরীর দিয়ারা সেতুর কাছে লাম্ভুয়া এলাকায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে কুখ্যাত গ্যাংস্টারের।

সম্প্রতি লখিমপুরখেরির দুই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল তালিবের বিরুদ্ধে। এর পর থেকে পলাতক ছিলেন তিনি। সোমবার পুলিশ খবর পায়, ... পুলিশকে দেখা মাত্র গুলি চালাতে শুরু করে তালিব এবং তাঁর দুই সঙ্গী।

পুলিশের গুলিতে জখম হওয়ায় তালিব পালাতে পারেনি। যদিও ধর্ষণে অভিযুক্ত দুই সঙ্গী সলমান ও মুখতার পালাতে সক্ষম হয়। তালিবের চিকিৎসা ব্যবস্থা করে

উত্তরপ্রদেশ

পুলিশ। সুলতানপুর সরকারি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তালিবের। এনকাউন্টারে কুখ্যাত গ্যাংস্টারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন লখিমপুরখেরির পুলিশ সুপার কুঁয়ার অনুপম সিং। পলাতক অন্য দুই অভিযুক্তের সন্ধানে রয়েছে পুলিশ।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল নেপাল, জারি কার্ফু

সীমান্ত সিল করল ভারত

কাঠমান্ডু, ৬ জানুয়ারি: জেন-জি আন্দোলনের পর এবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তাল নেপাল। ভারতের সীমান্তবর্তী পারসা এবং ধানুসা ধাম জেলায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া 'ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা' একটি ভিডিও নিয়ে উত্তজনা ছড়ায় পারসাতে। প্রতিবাদে পথে নামেন বহু মানুষ। সেই বিক্ষোভ হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। স্থানীয় একটি মসজিদে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্ত পুরোপুরি সিল করে দিয়েছে ভারত।

বিক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা বীরগঞ্জ এলাকায় পুলিশকে লক্ষ করে পাথর ছোড়ে। একটি থানায় ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল বা কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। বর্তমানে পারসা জেলা প্রশাসন বীরগঞ্জ শহরে কার্ফু কার্যকর করেছে। বিহারের রক্সৌল সংলগ্ন ভারত-নেপাল সীমান্ত সিল করে দিয়েছে ভারতীয় সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরপরই ধনুসা ও পারসা জেলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় জনতা ওই দুই যুবককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিলেও শান্ত হয়নি পরিস্থিতি। সাকুয়া মারান এলাকায় একটি মসজিদে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। এই অবস্থায় নেপাল-ভারত সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করছে এসএসবি। জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব ধরনের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে গ্রেপ্তার ভুয়ো আইএএস

রাঁচি, ৬ জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হল ভুয়ো আইএএস অফিসার রাজেশ কুমার। তিনি ওই রাজ্যের কুখির বাসিন্দা। তাঁর গাড়ির সামনে ভুয়ো নেমপ্লেট, গাড়ির সামনে লেখা 'গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া'।

হুসেইনাবাদ থানায় একটি জমি বিবাদের মামলায় গিয়েছিলেন রাজেশ। সেখানে গিয়ে নিজেকে ২০১৪ সালের ওড়িশা ক্যাডারের আইএএস বলে পরিচয় দেন। শুধু তা-ই নয়, বর্তমানে ভুবনেশ্বরে চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার (সিওএ) হিসাবে কর্মরত বলে দাবি করেন তিনি। কোন কোন জায়গায় তাঁর পোস্টিং ছিল থানাতে সে কথাও জানান রাজেশ।

পুলিশের কাছে রাজেশ দাবি করেছেন, তিনি ইউপিএসসি পরীক্ষায় চার বার বসেছিলেন। কিন্তু প্রতি বারই পাশ করতে ব্যর্থ হন। ছেলে আইএএস হয়েছে, এটা তাঁর বাবার ইচ্ছা। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করতে না পারায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন রাজেশ। শেষে বাবার 'ইচ্ছাপূরণ' করতে আইএএস হিসাবে নিজেকে পরিচয় দেওয়া শুরু করেন। ভুয়ো পরিচয়পত্র বানান। একটি গাড়ি ভাড়া করেন। সেই গাড়ির সামনে ভুয়ো নেমপ্লেট লাগিয়েছিলেন। তার পর যেখানে যেখানে গিয়েছেন নিজেকে আইএএস বলে পরিচয় দিয়ে বিপুল সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই সত্যিটা প্রকাশ্যে আসে। কোথায় কোথায়, কী সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন রাজেশ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ময়দান

বাণিজ্যিক স্বত্ব ছাড়াই আইএসএলের দিনক্ষণ ঘোষণা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতীক্ষার অবসান, আইএসএল নিয়ে প্রকাশ্যে এল বড় ঘোষণা। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ঘোষণা করলেন, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে আইএসএল। ১৪ টি দল নিয়েই হবে আইএসএল। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর উপস্থিতিতে ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল ফেডারেশন। সেই বৈঠকেই আইএসএল নিয়ে যাবতীয় পরিকল্পনা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় ক্লাবগুলিকে। তবে সমস্ত জট যে এখনই কেটে গেল তা বলা যাচ্ছে না।

মঙ্গলবারের বৈঠকে ক্লাবগুলির কাছে আইএসএলের সম্ভাব্য রোডম্যাপ জানিয়ে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে আর্থিক সমস্যা এখনও রয়েছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ২০২৫-২৬ মরশুমের আইএসএল 'সিঙ্গেল-লেগ হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' ফরম্যাটে আয়োজন করার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ বাজেট প্রস্তুত করেছে। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফর্ম্যাটে হওয়ার পর যেমন নকআউট হয় তেমনটাই হবে। যার আনুমানিক খরচ ২৪.২৬ কোটি টাকা। এর বিপরীতে, ক্লাবগুলোর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, 'সেন্ট্রালাইজড' বা একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে খরচ হতে পারে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা। লিগ আয়োজনের মোট খরচ ঠিক করা হয়েছে ২৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে এআইএফএফ দেবে ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। বাকি টাকা ক্লাবগুলি দেবে। ফেডারেশন এর আগে জানিয়েছিল, তারা কমার্শিয়াল পার্টনারের খোঁজে রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পনসর বা পার্টনার পাওয়া যায়নি। তার আগেই ঘোষণা হয়ে গেল লিগের দিনক্ষণ। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মিললে বাণিজ্যিক স্বত্ব অর্থাৎ 'কমার্শিয়াল রাইটস'-এর জন্য নতুন করে টেন্ডার ডাকতে পারে এআইএফএফ। আগামী ১৫ জানুয়ারি টেন্ডার ডাকা হবে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নতুন কমার্শিয়াল পার্টনার ঠিক হয়ে যাবে।

বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য জানিয়েছেন, 'আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আইএসএসএল শুরু হবে। ১৪টি দলই খেলতে রাজি হয়েছে। এই লিগ থেকে আবারও আমরা বড় বড় ফুটবলার পাব বলেই আশা করা যায়।'

আবারও ৫ গোল ইস্টবেঙ্গলের, জয়ে ফিরল শ্রীভূমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবারও পাঁচ গোলে জয় ইস্টবেঙ্গলের। মঙ্গলবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ব্যাঙ্গালুরুর কিকস্টার্ট এফসিকে ৫-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচে জোড়া করেন গোল ফাজিলা ইকুয়াপুট। এছাড়াও একটি করে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল, রেস্টি নানজেরি এবং অস্টম ওরাওঁ। পাঁচটি ম্যাচ খেলে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের একেবারে শীর্ষস্থানে রয়েছে মশাল গার্লসরা।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপটে আক্রমণ করতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। ১৫ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন দুরন্ত ফর্মে থাকা ফাজিলা। সুলঞ্জনার পাস থেকে গোল করেন ফাজিলা। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই রেস্টি নানজিরির গোলে ২-০ করে ইস্টবেঙ্গল। সিল্কি দেবীর থ্রু বল পেয়ে যান ফাজিলা। সেখান থেকেই ফাজিলা রেস্টিকে পাস বাড়িয়ে দেন, বল জালে জড়িয়ে দিতে ভুল করেননি রেস্টি। দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশি করে গোলের জন্য ঝাপায় ইস্টবেঙ্গল। ৬০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শট নিয়ে গোলের চেষ্টা করে ফাজিলা, বল ক্রসবারে লাগে। ফিরতি বল পেয়ে সুলঞ্জনা হেডে গোল করেন। তার ঠিক ২ মিনিট পরেই অস্টম ওরাওঁ -এর গোলে ৪-০ করে ইস্টবেঙ্গল। ৭৩ মিনিটে রেস্টির পাস থেকে গোল করেন ফাজিলা। ম্যাচের ৭৯ মিনিটে মাথায় চোট পান ফাজিলা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। তবে জানা গিয়েছে, ফাজিলার চোট গুরুতর নয়। প্রাথমিক ভাবে চোট পাওয়ার পর একটু ঝাপসা দেখছিলেন। তাই সিটি স্ক্যান করাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আগামীকাল তার রিপোর্ট আসবে।

অনূর্ধ্ব-১৯ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের সিরিজ জয়

বেনোনি, ৬ জানুয়ারি: সোমবার বেনোনির উইলোমুর পার্কে বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় যুব ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে বৈভব সূর্যবংশীর দুরন্ত পঞ্চাশ এবং কিষাণ সিংয়ের চার বলের সুবাদে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল আট উইকেটে জয়লাভ করেছে ডিএলএস পদ্ধতিতে।

১৫ জানুয়ারি জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়ায় শুরু হতে যাওয়া আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের আগে ভারত তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জয় করেছে। কিষাণের ৪/৪৬ এবং আরএস আমব্রিশের দুই উইকেট শিকারের ফলে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫০ ওভারের মধ্যে ২৪৫ রানে অলআউট করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জেসন রাউলস সর্বোচ্চ ১১৪ রান করেন। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে খুব একটা সমর্থন পাননি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
4th Call
N.I.E. ET. No. 46, 47 & 49/ WS/Eng/APAS/25
Dt. 18-09-25, 15-09-25 & 19-09-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e tender vide **tender reference no:-WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-65/25-26 & Tender Id:-2026_MAD_5006581_1, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-66/25-26 & Tender Id:-2026_MAD_5006587_1 & WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-67/25-26 & Tender Id:-2026_MAD_5006600_1** for various development works under Chakdaha Municipality under the APAS scheme. For further information please visit **https://tenders.wb.gov.in/**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
e-NIT No. WBPWD/PC/SE/NIeT-13/2025-2026
SE, Presidency Circle, PWD invites online e-tender for the work of "Residual conservation works for restoration of Heritage Value at Town Hall, Kolkata."
Tender ID :- 2026_PWD_984207_1
Bid Submission Start date (online):- 15.01.2026 from 1.00 PM
Bid Submission Closing date (online):- 28.01.2026 upto 1.00 PM
Corrigendum if any will be published in website only Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Superintending Engineer
Presidency Circle, PWD
Govt. of West Bengal

E-TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, **Hanspukuria Gram Panchayat** (Under Tehatta–II Panchayat Samity) Hanspukuria, Nadia. **NIET NO. 06/25-26, (15th CFC) Dt - 06.01.2026.** Last date of submission **20.01.2026 up to 10:00a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram Panchayat.

Notice Inviting Online/ e-Tender
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/31/2025-26, Dated- 06/01/2026.** Last Date of Bid Submission : **24/01/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

JAGDISH CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
[Regd. No. 32/RTAH/HIG of 2021 dated 26/11/2021]
C/o Susmita Ghosh, 113/A Rabindra Pally, Barrackpore (M), Nona Chandan Pukur, 24 Pgs. (N), West Bengal-700122
EXPRESSION OF INTEREST
Architects/Architectural farms are hereby invited to submit the quotation for architectural and other jobs in respect of G+4 storied building of **JAGDISH CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., at Plot No. AA IIIB/94, Category- HIG, Action Area-IIIB, New Town, Kolkata.** Last date of submission of **quotation** 15 days from the date of Publication. The selection process is the discretionary part of the society. Quotation to be sent to the address mentioned below.
Secretary
Sd/-
Jagdish Co-Operative Housing Society Ltd.
C/o Susmita Ghosh, 113/A Rabindra Pally, Barrackpore (M), Nona Chandan Pukur, 24 Pgs. (N), West Bengal-700122

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **09/2025-26/Som-II GP & 10/2025-26/Som-II GP** With Vide Memo **No. 445/Som-II.GP & 446/Som-II.GP Dated: - 05-01-2026,** The Last date for online submission of tender is **20/01/2026 upto 04.00 P.M.** For details, please visit website: - **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Sompara-II Gram Panchayat

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101
E-TENDER
NIT No: E-TN/004/A.E./Br-IV/25-26, Date : 06.01.2026
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in** & **https://tenders.wb.gov.in** Bid submission starting date **07.01.2026.** Bid submission closing date **14.01.2026.** **Sd/-**
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
Appointment Notice
Babnan Gram Panchayat invites applications for engagement of Tax Collector (contractual). Age: 25-40 years. Last date: **20/01/ 2026 up to 03.00 PM.** Details are available at Babnan GP Office.
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ টিআরএস/এইচডব্লুএইচ/১০/ওটি/১৭২, তারিখ ০৫.০১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস), বামনগাছি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া- ৭১১১০৬ কর্তৃক ই-টেন্ডার ফর্মের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের বিবরণ ঃ** "বামনগাছি, হাওড়াতে ইলেকট্রিক লোকো শেড, বামনগাছি, ইলেকট্রিক লোকো ট্রিপ শেড, বামনগাছি এবং হাওড়া প্রান্তে নবনির্মিত সম্প্রসারিত অংশ, সাইকেল স্ট্যান্ড, অয়েল গোডাউন, ইনস্পেকশন পিট (ট্রিপ শেড এবং ইএলএস) এবং ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি পরিষ্কার করার কাজ।" **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫৪,০৩,৪০১.১৭ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,০৮,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ ই-টেন্ডার বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনের মাধ্যমে আগ্রহী/যোগ্য সংস্থাগুলিকে প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশোধনী, যদি থাকে, তা উক্ত ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov.in** তে প্রকাশিত হবে। কোনো হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-512/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-50/2025-26 (Sl. No. 3) Dated 04.12.2025
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 27.01.2026 in place of 05.01.2026 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_968544_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Electrical), ADDA

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017
NOTICE INVITING E-TENDER
Tender is invited for providing Steel Platform at the Badu Warehouse
Details are available at **https://wbtenders.gov.in**.
Tender ID: 2026_WBSEC_984078_1
Last date and time of submission of BID **19.01.2026 up to 2 PM**.
Secretary
West Bengal State Election Commission

EGRA MUNICIPALITY
Egra, Purba Medinipur
DATE CORRIGENDUM NOTICE
Memo No.- 1840/Corrigendum-1/26 Date:- 06/01/2026
NIeT No-WBMAD/ULB/EGRA/NI(e)T-24/APAS/2025-26
Tender Id:- 2025_MAD_5001034_1 to 103 in connection with the above mention NIeT, bid submission Date & time has been due to administrative reasons, details as follows:-
Date & Time Schedule:- SL.No. 15 & Page No. 8 and 9 of NIeT

SL. No	Praticulars	Time Schedule
4.	Date and time of closing of downloading the documents etc	19.01.2026 up to 05.00P.M (I.S.T) As Per Server Time
5.	Date and time of closing submission of Technical Bid & Financial Bid(Online)	19.01.2026 up to 05.00P.M (I.S.T) As Per Server Time
6.	Date and time of opening of the Technical Bid (online)	21.01.2026 at 05.30P.M (I.S.T) As Per Server Time

Sd/- Executive Officer,
Egra Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting **Expression of Interest (EOI)** issued under **Memo No. 2346/Admn./1792 dated December 23, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_978851_1** is hereby invited from registered Electrical Firms / Agencies / Service Providers having sufficient experience and adequate credentials in Electrical Load Survey, Designing & Estimation for Selection of **Consultant** for the undermentioned works for its G+4 Storied Old Head Office Building, situated at 25D, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017 for: -
1.Survey of the entire Building for exploring and understanding the Scope of Work for Repair, Renovation & Up-gradation of Electrical System of the Building.
2.Preparation of Detailed Floor-wise-Drawings of the proposed Electrical System of the Building and submission of the said Drawings both in soft and hard mode.
3.Detailed Electrical Load Survey of the Building considering new Electrical System including assessment of required Capacity and Specification of Silent Diesel Generator Set to be installed and submission of Report there against it both in soft and hard mode.
4.Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) for Repair, Renovation & Up-gradation of Electrical System of the Building and submission of the said Estimate both in soft and hard mode.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **January 19, 2026**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
December 23, 2025 **Sd/- Managing Director**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Improvement of illumination with LED Street Light at Bijoynagar and Mayabazar under Ward No.-36
e-Tender No. : WBDMC/W/448(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5006723_1 • Est. Amt: Rs. 2,76,187.00
2) Name of the Work : Renovation and Extension of Drain at Bijaynagar Mayabazar, Ward No.-36
e-Tender No. : WBDMC/W/448(APAS) of 25-26 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5006723_2 • Est. Amt: Rs. 7,20,263.00
3) Name of the Work : Construction of Road and Drain near Health Centre, Ward No.-37
e-Tender No. : WBDMC/W/454(APAS) of 25-27 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5006736_1 • Est. Amt: Rs. 3,43,774.00
4) Name of the Work : Repairing of ICDS Centre at Pursha Bouri Para, Ward No.-37
e-Tender No. : WBDMC/W/454(APAS) of 25-27 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5006736_2 • Est. Amt: Rs. 2,70,612.00
5) Name of the Work : Laying of Water Pipe Line and installation of Street Tap, Ward No.-37
e-Tender No. : WBDMC/W/454(APAS) of 25-27 (2nd call)
Tender ID : 2026_MAD_5006736_3 • Est. Amt: Rs. 3,84,356.00
Last Date : **17.01.2026 upto 09:00 a.m.** **Sd/-**
For details: **tenders.wb.gov.in** **Executive Engineer, DMC**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৭ জানুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

সুন্দরবনের হৃদস্পন্দনে ভগৎপুরের কুমির প্রকল্প

হাফিজুর রহমান লস্কর

নিশ্চুপ ভোরে যখন সুন্দরবনের নদীর বুকে জোয়ারের জল ধীরে ধীরে উঠে আসে, তখন কাদামাটির বুক চিরে ভেসে ওঠে এক প্রাচীন জীবনের ছায়া। পাখির ডাক, ম্যানগ্রোভের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আর জলের উপর স্থির চোখ;এই নীরব দৃশ্যের মাঝেই উপস্থিত থাকে জল, জঙ্গলের এক অবিচল প্রহরী, কুমির। হাজার হাজার বছর ধরে তারা এই ভূখণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে, অথচ আধুনিক সভ্যতার চাপে আজ তারাই হয়ে উঠেছে বিপন্ন। ঠিক এইখানেই সুন্দরবনের বুকে এক আশ্বাসের নাম;ভগৎপুর কুমির প্রকল্প।

নদী,খাল,খাঁড়ির জলে অবাধ বিচরণকারী এই প্রাচীন সরীসৃপ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার ভগৎপুর কুমির প্রকল্প আজ এই জল,জঙ্গলের প্রহরী কুমিরদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে। কুমির সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি রক্ষা, মানুষ ও বন্যপ্রাণের সহাবস্থান;এই দুইয়ের সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে ভগৎপুর।

সুন্দরবনের পরিবেশ এক কথায় অনন্য। এখানে নদী আর জঙ্গল একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জোয়ার,ভাটার ছন্দে প্রতিদিন বদলে যায় ভূদৃশ্য। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে কুমির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে থেকে জলজ প্রাণীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে, অসুস্থ ও দুর্বল প্রাণী শিকার করে পরিবেশকে সুস্থ রাখে। কুমির না থাকলে এই ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে;জলজ জীববৈচিত্র্যে দেখা দিতে পারে অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কুমিররাই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। নির্বিচারে শিকার, ডিম নষ্ট হওয়া, নদী,খালের দূষণ, মানুষের সঙ্গে সংঘাত;সব মিলিয়ে সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা একসময় আশঙ্কাজনকভাবে কমে আসে। তখনই প্রয়োজন হয়ে ওঠে একটি পরিকল্পিত সংরক্ষণ উদ্যোগের। সেই প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে ভগৎপুর কুমির প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল;কুমিরদের নিরাপদ প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি করা, তাদের সংখ্যা বাড়ানো এবং আবার প্রকৃতির কোলে ফিরিয়ে দেওয়া।

ভগৎপুর কুমির প্রকল্প শুধুই একটি প্রজনন কেন্দ্র নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণ গবেষণা ও সচেতনতার কেন্দ্র। এখানে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করে সুরক্ষিত পরিবেশে ফোটানো হয়। সদ্যোজাত কুমিরছানাদের বিশেষ যত্নে বড় করা হয়, যাতে তারা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও অভ্যাস অর্জন করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বয়স ও আকারে পৌঁছানোর পর তাদের আবার সুন্দরবনের প্রাকৃতিক জলাভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'হেড-স্টার্টিং';যা কুমির সংরক্ষণে অত্যন্ত কার্যকর।

এই প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানুষের সঙ্গে কুমিরের সম্পর্ক। সুন্দরবনের বহু মানুষ নদী,খালের উপর নির্ভরশীল;মাছ ধরা, যাতায়াত, জীবিকা সবই জলের সঙ্গে যুক্ত। কুমিরের উপস্থিতি অনেক সময় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভগৎপুর কুমির প্রকল্প এই জায়গায় সচেতনতার কাজ করে। স্থানীয় মানুষকে বোঝানো হয় কুমিরের আচরণ, তাদের চলাচলের সময় ও জায়গা সম্পর্কে। কীভাবে নিরাপদে নদী ব্যবহার করা যায়, কুমির দেখলে কী করা উচিত;এই সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও তথ্য দেওয়া হয়। ফলে মানুষ ও কুমিরের সংঘাত অনেকটাই কমে আসে। ভগৎপুরে কুমিরদের ঘেরাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের কাছাকাছি অবস্থায় থাকতে পারে। লবণাক্ত জল, কাদা, সূর্যের আলো;সবই তাদের স্বাভাবিক জীবনের অংশ। এখানে কুমিরদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও আচরণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে। এই যত্নশীল ব্যবস্থাপনার ফলেই ভগৎপুর আজ দেশের অন্যতম সফল কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প হিসেবে পরিচিত।

এই প্রকল্প সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষায় একটি বৃহত্তর বার্তাও দেয়। কুমিরকে রক্ষা মানে কেবল একটি প্রাণীকে বাঁচানো নয়; এর অর্থ পুরো জলজ বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা। কুমিরের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে পরিবেশ এখনও সুস্থ। তারা জলদূষণের প্রতি সংবেদনশীল; তাই যেখানে কুমির টিকে থাকে, সেখানে পরিবেশের ভারসাম্য তুলনামূলকভাবে ভালো থাকে। এই কারণেই কুমিরকে অনেক সময় বলা হয় 'ইকোসিস্টেম ইন্ডিকেটর';পরিবেশের স্বাস্থ্য সূচক।

ভগৎপুর কুমির প্রকল্প শিক্ষা ও পর্যটনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে আসা পর্যটক, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা কাছ থেকে কুমির সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। কুমিরের জীবনচক্র, আচরণ, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা; সবকিছুই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝা যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে টেকসই পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিও উপকৃত হয়।

তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুন্দরবনের উপর স্পষ্ট। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়;সবই কুমিরসহ পুরো বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করছে। কখনও কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে কুমির প্রকল্পের অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবু সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এই প্রকল্প টিকে আছে মানুষের দায়বদ্ধতা ও প্রকৃতির প্রতি সম্মানের কারণে।

ভগৎপুর কুমির প্রকল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়;সংরক্ষণ মানে শুধু আইন বা প্রশাসনের কাজ নয়, এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব। যখন স্থানীয় মানুষ, বনকর্মী, বিজ্ঞানী ও প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করে, তখনই প্রকৃত সাফল্য আসে। কুমিরদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করে ভগৎপুর প্রমাণ করেছে;মানুষ চাইলে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়া সম্ভব।

আজ ভগৎপুরে জন্ম নেওয়া কুমিরছানারা যখন বড় হয়ে সুন্দরবনের নদীতে ফিরে যায়, তখন তারা কেবল একটি প্রাণী হিসেবে নয়, একটি বার্তা বহন করে। সেই বার্তা হল;প্রকৃতিকে রক্ষা করলে প্রকৃতিও আমাদের রক্ষা করে। জল, জঙ্গলের এই নীরব প্রহরীরা আমাদের অজান্তেই পাহারা দেয় সুন্দরবনের প্রাণ।

সব মিলিয়ে বলা যায়, তজল-জঙ্গলের প্রহরী কুমির, ভগৎপুরে সুরক্ষিতদ;এই বাক্যটি কেবল একটি শিরোনাম নয়, এটি একটি দর্শন। প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের দর্শন। সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ যে শুধু বাঘ বা গাছের উপর নির্ভরশীল নয়, কুমিরের মতো নীরব প্রহরীদের উপরও নির্ভর করে;ভগৎপুর কুমির প্রকল্প সেই সত্যটিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ছবির মতো সাজানো-গোছানো

মাইরুং গাঁও

পাইন বনের আলো আঁধারি কুয়াশা, ছোট্ট জনবসতির ইতিহাসও রহস্যেমোড়া

কালিম্পংয়ের এক ছবির মতো সাজানো গোছানো অফবিট পর্যটন কেন্দ্র হল মাইরুং গাঁও। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মাইরুং গাঁওতে এলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না ইট-কাঠ পাথরের, কনক্রিটের দুনিয়ায়।

কালিম্পং জেলায় প্রায় ৪৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। ১৯৮৬ সালে জাতীয় উদ্যানের খেতাব পায় নেওড়া ভ্যালি। এই উদ্যানের আশপাশে বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। নেওড়া ভ্যালি উদ্যানের কোলে লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছে মাইরুং গাঁও। মাইরুং জঙ্গলের কোলে আলাগড় থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। নামের মতোই মায়াবী এই মাইরুং গাঁও।

পাইন বনের আলো আঁধারি কুয়াশার মতোই ছোট্ট জনবসতির ইতিহাসও রহস্যেমোড়া। বেশ কিছু শতাব্দী প্রাচীন ঘরবাড়ি, গির্জা, বৌদ্ধমঠ রয়েছে। পাখির কলরব শুনতে শুনতে হেঁটে যেতে পারেন নির্জন পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে। ২টি প্রচলিত ট্রেক রুট ডুকা ফলস, রিকিসুম ভিউ পয়েন্ট ছাড়াও গ্রামের পাহাড়ি পাকদণ্ডী রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা যায়।

অলস ছুটি কাটাতে বিছানায় শুয়েই বিস্তৃত ডুকা উপত্যকার ওপাড়ে বরফাচ্ছাদিত নাথু লা শৃঙ্গ ও কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় দেখে উপভোগ করতে পারেন। সবুজে ছাওয়া মাইরুং গাঁওতে এলে নাম না জানা অসংখ্য প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। দেখা মিলবে রডোডেনড্রনেরও। গ্রামের বাসিন্দারা অতিথিবৎসল ও আমুদে।

কীভাবে যাবেন

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ৯১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাইরুং গাঁও। সময় লাগে ঘণ্টা চারেক। কালিম্পং টাউন থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে। আলাগড় বাজার থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাইরুং গাঁও।

মৌসুনি আইল্যান্ডের হাতছানি

ডাঃ শামসুল হক

প্রকৃতির প্রতি যদি থাকে নিবিড় আগ্রহ এবং সেইসঙ্গে যদি থাকে প্রাণভরা ভালোবাসা আর ভ্রমণকারীর অনুসন্ধিৎসু দুটি চোখ, তাহলে দেখা মিলতে পারে নতুন নতুন অনেক কিছুই। তাই তো কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক তাঁর কবিতায় আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলেন -

বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।

তা নদীর এই যে বাঁক, সেটা দেখা যেতে পারে যত্রতত্র ই । কিন্তু সমুদ্রের বাঁক, সত্যিই সে এক বিরল দৃশ্য। আর সেটা দেখা যেতে পারে যদি হাতে অল্প একটু সময় পেলেই আপনি ঘুরে আসতে পারেন মৌসুনি আইল্যান্ড থেকে। খুব একটা বেশি দূরেও নয় সেই পর্যটন কেন্দ্র।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে নামখানাগামী ট্রেন ধরে অথবা ধর্মতলা থেকে বাসে নামতে হবে নামখানা স্টেশনে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে অথবা টোটোয় সোজা চলে আসুন বাগডাঙা ফেরিঘাটে। তারপর নৌকার হাওয়া খেতে খেতে চলে যান ওপারে। সেখানে আপনার অপেক্ষায় থাকা টোটোরাই অতি নিশ্চিন্তে আপনাকে পৌঁছে দেবে মৌসুনি আইল্যান্ডে। তবে সময় লাগবে একটু বেশিই। কারণ আঁকা বাঁকা অনেক পথ অতিক্রম করেই আপনাকে পৌঁছাতে হবে সেই স্বপ্ন পুরীতে। আর আছে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও। তবে নতুন একটা পর্যটন কেন্দ্র বলে প্রথমেই কিন্তু খটকা লাগতে পারে মনে। হয়তো মনে হবে, এখানে না এলেই বোধ হয় ভাল হতো । কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বদল হবে সেই মনের । তারপর একটু একটু করে ভালো লাগতে শুরু করবে মৌসুনি আইল্যান্ডকেও। সেই স্থানের মানুষজন এবং তাঁদের ব্যবহার ই আকৃষ্ট করবে সকলের মন।

মৌসুনি আইল্যান্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য হল সমুদ্রের জোয়ার এবং ভাটার নৈসর্গিক সৌন্দর্য। জোয়ারের সময় ছোট ছোট ঢেউ এর আছড়ে পড়া এবং ভাটার সময় জল কাদায় মাখামাখি হয়ে যাওয়া সেই সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন। অবশ্য অন্যান্য স্থানের চেয়ে সেখানকার সমুদ্র তটে বালির পরিমাণ অনেক কম বলে অনেকেই ভাটার সময় সেখানে নামতে ইতঃস্তত ও করেন। তখন তাঁরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে উপভোগ করেন ছোট বড় সকলের মাছ শিকার করার দৃশ্য এবং রঙবেরঙের হরেক প্রজাতির পাখির নিয়মিত আনাগোনাও । আর সেইসব দৃশ্য উপভোগ করতে করতেই কেটে যাবে বেশ কিছুটা সময়ও।

আছে যাতায়াতের নানান সুযোগ সুবিধাও।

সেখানে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহমান সেই সমুদ্র অতি আচমকাই বাঁক নিয়েছে পুবের দিকে। আর সেটা দেখে মন ভরতে বাধ্য যে কোনো ভ্রমণ পিপাসুরই। তবে সুন্দরবন বদ্বীপ এলাকার বঙ্গোপসাগরের এই রূপ অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে একটু বেশিই ধীর এবং স্থির। হয়তো বা সাগর এবং নদী মোহনার মিলনস্থল বলেই তেমনই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে আমাদের।

কলকাতা থেকে মৌসুনি আইল্যান্ডের দূরত্ব ও খুব বেশি নয়। মাত্র একশো ত্রিশ কিলোমিটার দূরের অতি মনোরম সেই স্থান থেকে ইচ্ছে করলেই ঘুরে আসা যেতে পারে যেকোনো সময় । তাই হাতে এক কিংবা দুটো দিনের ছুটি মিললেই অতি সহজে মিটবে মনের সাধও।

সুন্দরবনের অজানা খাজানা লোথিয়ান দ্বীপ

আরো খবর প্রতিবেদন: শরৎ শেষে রাত বাড়তেই হালকা হিমের পরশ, বাতাসে শিরশিরানি টের পাওয়া যাচ্ছে। সামনেই শীতের মরসুম। আর শীত মানেই বাঙালির কাছে বেড়ানোর মরসুম। শীতে ঘরের কাছে কোনো অফবিট পর্যটন কেন্দ্রে যেতে চাইলে আপনার গন্তব্য হতেই পারে সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ।

সুন্দরবন বদ্বীপ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল লোথিয়ান দ্বীপ অভয়ারণ্য। সুন্দরবন মানেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, আরও কত কী! কেওড়া, বাইন, গোরানের মতো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের একাধিক প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে দেখা যায়।

কলকাতা থেকে লোথিয়ান দ্বীপ খুব দূরে নয়। সময় লাগে ঘণ্টা দুয়েক। বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় অবস্থিত লোথিয়ান দ্বীপ অভয়ারণ্য। ঘন ম্যানগ্রোভে ঘেরা এই বনাঞ্চলের মধ্যে তৈরি হয়েছে সুবিশাল উঁচু ওয়াচ টাওয়ার। এখানে উঠলে জঙ্গলের ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ নজরে পড়বে। এছাড়াও বনবিবির মন্দির অভয়ারণ্যর অন্যতম আকর্ষণ। চিতল হরিণ, বন্য শূকর, রেশুস মাঙ্কি, বনবেড়াল, রঙ বেরঙের নানান প্রজাতির পাখি, কুমিরের দেখা মিলবে। নৌকা বিহার করতে করতে ভাগ্য ভালো থাকলে দেখা মিলতে পারে দক্ষিণ রায়েরও। সুন্দরবনবাসীরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে এনামেই ডাকেন।

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদহ সাউথ সেকশনে নামখানা লোকালে চেপে নামখানা স্টেশনে নেমে নদীপথে আসা যায় লোথিয়ান দ্বীপ। এছাড়াও ক্যানিং লোকালে চেপে ক্যানিং স্টেশনে নেমে সজনেখালি এসে সেখান থেকে নদীপথে আসা যায় লোথিয়ান দ্বীপে।